রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৯ সনের ২৫ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ২০, ২০১৯

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩০১—৩১৮
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৮৭—৭০২
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৫১—১৬৬
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৫০৫—২৫৩৩
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খন্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	২৯
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ....তারিখে সমাপ্ত বাৎসরিক মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত বাৎসরিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২ বৈশাখ ১৪২৬/৫ মে ২০১৯

বিষয় : **প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৯।**

নং ২৩.০০.০০০০.০১০.০২.০০১.১৮-১৬০—উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের গাড়ি সেবা নগদায়ন গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা জারি করা হলো :

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।—(১) এ নীতিমালা "প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৯" নামে অভিহিত হবে।

২। এ নীতিমালা প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে এ নীতিমালায়,—

(ক) "গাড়ি" অর্থ নতুন অথবা গাড়ি ক্রয়ের তারিখ হতে ০৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে প্রস্তুতকৃত সেডান কার/সেলুন/ স্টেশন ওয়াগান/এসইউভি (SUV-Sports Utility Vehicle)/ সিইউভি (CUV-Crossover Utility Vehicle)।

ব্যাখ্যা: এসইউভি (SUV) বা সিইউভি (CUV) প্রচলিত অর্থে জীপ (Jeep) বা অনুরূপ গাড়িকে বুঝাবে। গাড়ির সর্বনিম্ন সি.সি ১৫০০(−১০) হবে, তবে সম্পূর্ণ নতুন (Brand New) গাড়ির ক্ষেত্রে ১৩০০ সি.সি।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

(খ) **"গাড়ি সেবা নগদায়ন"** অর্থ প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক সরকার হতে গাড়ি সুবিধা গ্রহণের পরিবর্তে সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিমের মাধ্যমে ক্রয়কৃত গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আর্থিক সুবিধাদি;

(গ) **"প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা"** অর্থ-সশস্ত্র বাহিনীসমূহের মেজর/সমর‍্যাংক (Substantive Rank) ও লেফটেন্যান্ট কর্ণেল/সমর‍্যাংক এবং তদূর্ধ্ব পদবির কর্মকর্তা। তবে মেজর/সমর‍্যাংক (Substantive Rank) ও লেফটেন্যান্ট কর্ণেল/সমর‍্যাংক কর্মকর্তার কমিশন প্রাপ্তির পর চাকুরীকাল ন্যূনতম ১০ বৎসর হতে হবে। আরও উল্লেখ থাকে যে, আর্মড ফোর্সেস নার্সিং সার্ভিসেস (এএফএনএস) এর কর্মকর্তাগণ এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) এর অনানারী মেজর এবং সমতুল্যরা "প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা" বিবেচিত হবেন না।

(ঘ) **"গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়"** অর্থ নীতি ১০ এর (১) এ বর্ণিত গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়;

(ঙ) **"বিশেষ অগ্রিম"** অর্থ এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের উদ্দেশ্য প্রদত্ত সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম; এবং

(চ) **"সরকারি দাবী আদায় আইন"** অর্থ Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act No. III of 1913)।

৩। **নীতিপ্রাধান্য**।—আপতত বলবৎ অন্য কোন নীতিমালায় যা কিছুই থাকুক না কেন এ নীতিমালা কার্যকর হবে।

৪। **বিশেষ অগিম সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্যতা**।—(১) এ নীতিমালার অধীন বিশেষ অগ্রিম সুবিধা প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাকে সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের প্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মকর্তা হতে হবে।

(২) কোন প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা গাড়ি সেবা নগদায়নের চেক উত্তোলন করলে তিনি তা প্রত্যাহার করতে পারবেন না। এর ব্যত্যয় হলে শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানা/ বিলম্ব ফি প্রদান করতে হবে।

(৩) নীতি ৪ (১) ও (২) এর নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোন একজন প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের জন্য বিশেষ অগ্রিম সুবিধা পাবেন, যথা ঃ

(ক) প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রাপ্যতা যতদিন থাকবে ততদিনের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে মঞ্জুরি আদেশ জারির তারিখ হতে এল.পি.আর শুরুর তারিখ পর্যন্ত চাকুরির মেয়াদ অবশ্যই ০১ (এক) বছর থাকতে হবে ;

(খ) নীতিমালা জারির পর কোন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরকারি অথবা তার নিজস্ব বাহিনী হতে গাড়ি সুবিধা গ্রহণ করলেও গাড়ি সেবা নগদায়নের আবেদন করতে পারবেন। বিশেষ অগ্রিম গ্রহণপূর্বক গাড়ি ক্রয়ের পর সরকারি অথবা নিজস্ব বাহিনীর গাড়ি ব্যবহারের সুবিধা আর বহাল থাকবে না।

(গ) বৈদেশিক চাকুরী/লিয়েন/জাতিসংঘ মিশন/চুক্তিতে কর্মরত কোন প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা বৈদেশিক চাকুরী/লিয়েন/চুক্তি/জাতিসংঘ মিশন শেষে চাকুরীতে যোগদানের পর বিশেষ অগ্রিমের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

(ঘ) মঞ্জুরী আদেশ জারির তারিখে প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সশস্ত্র বাহিনীর চাকুরীতে নিয়োজিত থাকতে হবে।

৫। **বিশেষ অগ্রিম গ্রহণের অযোগ্যতা**।—কোন একজন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের জন্য বিশেষ অগ্রিম সুবিধা গ্রহণের অযোগ্য হবেন যদি তাঁর :

(ক) সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম মঞ্জুরি আদেশ জারির তারিখ হতে এল.পি.আর শুরুর তারিখ পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ যদি কমপক্ষে এক (০১) বছর না থাকে; এবং

(খ) সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম মঞ্জুরি আদেশ জারির তারিখে প্রাধিকারপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা যদি বৈদেশিক চাকুরী/ লিয়েন/চুক্তিতে নিয়োজিত থাকলে।

(গ) বিভিন্ন প্রকার অগ্রিম বা গৃহ নির্মাণ অগ্রিম গ্রহণের কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পেনশন বা গ্র্যাচুয়িটি হতে প্রস্তাবিত বিশেষ অগ্রিম টাকা আদায় করা সম্ভব না হয়।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাজনিত মামলা/কোর্ট মার্শাল চলমান থাকলে বা শৃঙ্খলাজনিত মামলায়/কোর্ট মার্শালে শাস্তি প্রাপ্ত হলে।

৬। **বিশেষ অগ্রিম মঞ্জুরের শর্ত**।—(১) সরকারের পক্ষে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ বলে বিবেচিত হবে।

(২) প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ পরিশিষ্ট-'ক' ফরমে অগ্রিমের আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর দাখিল করবেন।

(৩) নীতি ৬ (১) ও এ নীতিমালার অন্যান্য উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করবে।

৪। প্রাপ্তিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের গাড়ি ক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচাদি যেমন : রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন ইত্যাদি সকল খরচ নির্বাহের জন্য অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদনক্রমে সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এককালীন সুদমুক্ত অগ্রিম এর পরিমাণ প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করতে পারবে।

৫। নীতি ৬(২) এর অধীন আবেদনকারীগণের মধ্যে প্রাধিকার অর্জনের সময় হতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বিশেষ অগ্রিম মঞ্জুর করতে হবে, তবে এক্ষেত্রে একই তারিখে একই পদে প্রাধিকার অর্জিত কর্মকর্তাদের মধ্য হতে অবসর গমন বা এলপিআর নিকটবর্তী কর্মকর্তাগণ অগ্রাধিকার পাবেন। জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ০৩ (তিন) অর্থ বছরে ধাপে ধাপে মেজর/সমর‍্যাংক ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাদের গাড়ি সেবা নগদায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে।

(৬) কোন কর্মকর্তা তার সমগ্র চাকুরীকালে ০১ (এক) বারের বেশি এ নীতিমালার অধীন কোন অগ্রিম গ্রহণ করতে পারবেন না।

৭। **ক্রয়কৃত গাড়ির রেজিস্ট্রেশন খরচ ও অতিরিক্ত অর্থ ফেরত**।—(১) চুক্তি সম্পাদনের অনধিক ৯০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে গাড়ি ক্রয়, রেজিস্ট্রেশন, বিমা ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাদি (বন্ধকী ফরমসহ) সম্পন্ন করতে হবে।

(২) গাড়ি ক্রয়, রেজিস্ট্রেশন, বিমা ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাদি বাবদ ব্যয়িত অর্থের অতিরিক্ত উত্তোলিত অর্থ অনধিক ১৫(পনের) দিনের মধ্যে সরকার বরাবর ফেরত প্রদান করতে হবে।

(৩) যদি কোন কর্মকর্তা মঞ্জুরিকৃত অর্থের অধিক ব্যয়ে গাড়ি ক্রয় করেন তাহলে উক্ত অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ সরকারের নিকট হতে দাবি করতে পারবেন না।

(৪) নীতি ৭ (১) এবং (২) অনুসরণে ব্যর্থ হলে শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে সুদ প্রদান করতে হবে।

৮। **চুক্তি সম্পাদন ও গাড়ি বন্ধক**।—(১) বিশেষ অগ্রিম মঞ্জুরিকালে প্রত্যেক প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পরিশিষ্ট-"খ" ফরমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সরকারের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

(২) বিশেষ অগ্রিমের মঞ্জুরিকৃত অর্থ প্রাপ্তি এবং গাড়ি ক্রয়ের পর প্রত্যেক প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পরিশিষ্ট-"গ" ফরমে সরকার বরাবর সংশ্লিষ্ট গাড়িটি অগ্রিমের নির্ধারিত টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধক রাখতে হবে।

(৩) বিশেষ মঞ্জুরিকৃত অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত গাড়ির অগ্রিমের নির্ধারিত টাকা পরিশোধ হয়ে গেলে সরকার উক্ত কর্মকর্তার অনুকূলে পরিশিষ্ট-"ঘ" ফরমে বন্ধক অবমুক্ত বিষয়ে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবে।

৯। **গাড়ি বিমা**।—প্রত্যেক প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এ নীতিমালার অধীন ক্রয়কৃত গাড়ির অগ্নি, চুরি, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি ইত্যাদির জন্য ফার্স্ট পার্টি ইন্স্যুরেন্স বা বিমা করতে হবে।

১০। **গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়**।—(১) প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা সরকারের নিকট হতে বিশেষ অগ্রিম গ্রহণ করলে তিনি গাড়ি ক্রয়ের পর "গ" ফরম স্বাক্ষরের তারিখ হতে গাড়ি মেরামত/ সংরক্ষণ, জ্বালানী, ড্রাইভারের বেতন ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্য মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের অর্থ প্রাপ্য হবেন, তবে এ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের জন্য মাসিক অর্থের পরিমাণ অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদনক্রমে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারণপূর্বক প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হবে। নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় উক্ত কর্মকর্তা মাসিক বেতন বিলের সাথে উত্তোলন করবেন। তিনি চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ হতে উক্ত মাসের অবশিষ্ট সময়ের জন্য আংশিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন। স্বাক্ষরিত "গ" ফরমের প্রমাণক ছাড়া কোনক্রমেই গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন না। এর ব্যত্যয় হলে শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে সুদ প্রদান করতে হবে।

(২) নীতি ৮ এর অধীন সম্পাদিত চুক্তির কোন শর্তের বরখেলাপ বা সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে ক্রয়কৃত গাড়ি বিক্রয় করলে এ বিধির অধীনে কোন গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় পাবেন না।

(৩) প্রাধিকারপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তা এবং এল.পি.আর সময়ে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন।

(৪) সশস্ত্র বাহিনীর মেজর জেনারেল/সমর‌্যাংক ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাগণ তাঁদের পদমর্যাদানুসারে গাড়ি সংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

(৫) নীতি-১০ (৩) ও (৪) এ যা কিছুই থাকুক না, কোন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এল.পি.আর সময়ে অভোগকৃত অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এল.পি.আর) বাতিলের শর্তে চাকুরীতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত হলে প্রাধিকারের নীতিমালা অনুযায়ী কোন আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবেন না। তবে, তা চুক্তির শর্তানুযায়ী নির্ধারণ হবে; এবং

(৬) বিশেষ অগ্রিম গ্রহণকারী কর্মকর্তা সরকারের নিকট হতে গাড়িচালক, জ্বালানি, গাড়ি ব্যবহারজনিত ক্ষয়, রক্ষণাবেক্ষণ বা কোন প্রকার মেরামতের জন্য পৃথক কোন রকম আর্থিক সুযোগ-সুবিধা, প্রকৃত ব্যয় বা খরচ দাবী করতে পারবেন না এবং উক্ত গাড়ির জন্য কার সেন্ট, এয়ার ফ্রেসনার, টিস্যু পেপার ও এ্যারোসল ইত্যাদি কোন প্রকার সুবিধা পাবেন না।

১১। **অগ্রিম অর্থে ক্রয়কৃত গাড়ি বিক্রয়** ।—(১) অগ্রিমের অর্থে ক্রয়কৃত গাড়ি অগ্রিম পরিশোধের পূর্বে বিক্রয়ের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

(২) বিক্রয় মূল্য হতে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে বকেয়া অগ্রিম জমা প্রদান করার শর্তে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে এবং গাড়ি বিক্রয়ের অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অপরিশোধিত অর্থ এককালীন জমা দিতে হবে।

(৩) যদি কোন কর্মকর্তা নীতি ১১ এর (২) অনুসারে অপরিশোধিত অর্থ জমা প্রদান করতে ব্যর্থ হন তা হলে অপরিশোধিত অর্থের উপর শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হরে সুদ আদায় করা হবে।

(৪) পুরাতন গাড়ি বিক্রয় করে নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সচিব প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত শর্তে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করতে পারবেন, যথা :

(ক) বকেয়া অগ্রিম অপেক্ষা নতুন গাড়ির মূল্য কম হলে পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থ সরকার বরাবর ফেরত দিতে হবে।

(খ) বকেয়া অগ্রিম পূর্বোক্ত হারেই আদায়/পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে; এবং

(গ) নতুনভাবে ক্রয়ক্রত গাড়ির ক্ষেত্রে ফার্স্ট পার্টি বিমা করতে হবে এবং সরকারের নিকট বন্ধক রাখতে হবে।

১২। **গাড়ি দুর্ঘটনা ও চুরি**।—গাড়ি ক্রয়ের পর দুর্ঘটনায় বিনষ্ট বা চুরি হলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্তি অব্যাহত থাকবে, তবে এক্ষেত্রে কিস্তির টাকা নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে অন্যথায় অপরিশোধিত কিস্তির উপর শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে সুদ প্রদান করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব বাহিনী হতে গাড়ির সুবিধা পাবেন না।

১৩। **গাড়ির মালিকানা**।—গাড়ি ক্রয়ের জন্য গৃহীত সমুদয় অগ্রিমের কিস্তি পরিশোধের পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা গাড়ির মালিক হবেন।

১৪। **গাড়ি ব্যবহার**।—(১) কর্ম অধিক্ষেত্রে অর্থাৎ কোন কর্মকর্তার দাপ্তরিক কার্যালয় যে স্থনে অবস্থিত, তার ৮(আট) কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে সরকারি কাজে ভ্রমণের জন্য ব্যবহারকারী কর্মকর্তা কোন টি.এ/ডি.এ দাবি করতে পারবেন না ;

তবে শর্ত থাকে যে, ৮(আট) কিলোমিটার ব্যাসার্ধের বাইরে কোন সরকারি কাজে ভ্রমণের জন্য (বাসায় যাতায়াতের ক্ষেত্র ব্যতীত) গাড়িটি ব্যবহৃত হলে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে টি.এ/ডি.এ প্রাপ্য হবেন।

ব্যাখ্যা: কোন কর্মকর্তার একাধিক দাপ্তরিক কার্যালয় থাকলে এ ক্ষেত্রে তিনি প্রধানত যে দপ্তরে পদায়িত বা অধিক সময় অবস্থান করেন তা বিবেচনা করতে হবে।

(২) কোন কর্মকর্তা চাকুরীতে থাকা অবস্থায় দাপ্তরিক প্রয়োজন মিটানোর পরে গাড়িটি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পরিবারের সদস্য সমন্বয়ে ব্যবহার করতে পারবেন, এ ক্ষেত্রে প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার গাড়ি ব্যবহার বিষয়ে দূরত্ব সংক্রান্ত সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।

১৫। **বৈদেশিক চাকুরীতে নিয়োগ/লিয়েন গ্রহণ**।—(১) বিশেষ অগ্রিমপ্রাপ্ত কোন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বৈদেশিক চাকুরীতে নিয়োগ/লিয়েন বা জাতিসংঘ মিশনে কর্মরত থাকলে উক্ত সময়ে এ নীতিমালার অধীন প্রদত্ত গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন না।

(২) নীতি ১৫ এর (১) অনুসারে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রদান স্থগিত থাকলেও অগ্রিমের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে এবং এর ব্যত্যয় হলে শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে সুদ প্রদান করতে হবে।

১৬। **প্রেষণ**—প্রেষণ/প্রকল্পে নিয়োজিত প্রাধিকারপ্রাপ্ত কোন সশস্ত্র বাহিনী কর্মকর্তা কর্তৃক কর্মস্থলে গাড়ি ব্যবহারের সুবিধা থাকলেও তিনি নিজ গাড়ি সচল রাখার প্রয়োজনে মেরামত/সংরক্ষণ, জ্বালানী, ড্রাইভারের বেতন ইত্যাদি বাবদ নীতি ১০(১) অনুযায়ী গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের শতকরা হারে নির্ধারিত অর্থ প্রাপ্য হবেন, যা অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদনক্রমে সময়ে সময়ে নির্ধারিত হবে এবং প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হবে। গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের যে পরিমাণ অর্থ প্রাপ্য হবেন তা সংশ্লিষ্ট সংস্থা/অফিস হতে উত্তোলন করবেন। সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের সুবিধা না থাকলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানের সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের ছাড়পত্র প্রদানের পর ১০০% রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্ত হবেন। ১০০% গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য কর্মকর্তা অফিসে যাতায়াত বা অন্য কোন কাজের জন্য কোনভাবেই কর্মস্থলের গাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন না।

১৭। **সরকারি অথবা নিজস্ব বাহিনীর গাড়ি রিকুইজিশন নিষিদ্ধ**।—(১) বিশেষ অগ্রিম সুবিধা গ্রহণকারী কোন কর্মকর্তা সাধারণভাবে তাঁর দপ্তর হতে রিকুইজিশনের ভিত্তিতে কোন গাড়ি সরকারি বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবেন না।

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) জরুরি পরিস্থিতি (দাপ্তরিক বা ব্যক্তিগত) উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষেত্রবিশেষ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও বাহিনী কর্তৃক নির্ধারিত পরিচালনা ব্যয়বহন সাপেক্ষে গাড়ি রিকুইজিশন করতে পারবেন ; এবং

(খ) উক্ত কর্মকর্তার এ নীতিমালার অধীন ক্রয়কৃত গাড়িটি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে অচল থাকলে উক্ত মর্মে প্রত্যয়নসহ রিকুইজিশনের ভিত্তিতে গাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে প্রতিদিনের রিকুইজিশনের জন্য বাহিনী কর্তৃক নির্ধারিত আনুপাতিক হারে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কর্তনযোগ্য হবে।

(২) নীতি ১৭(১) এ যা কিছুই থাকুক না কেন সশস্ত্র বাহিনীর মেজর জেনারেল/সমর‌্যাংক ও তদূর্ধ্ব এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন পদমর্যাদার কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য নির্ধারিত টিওএন্ডইভুক্ত গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

১৮। **বিশেষ অগ্রিম আদায় পদ্ধতি**।—(১) নগদায়ন সুবিধার বিপরীতে ১.০% (এক শতাংশ) সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য হবে। বিশেষ অগ্রিম এবং সার্ভিস চার্জ সর্বোচ্চ ১২০টি সমান কিস্তিতে আদায়যোগ্য হবে। অগ্রিমের চেক ইস্যুর পরবর্তী মাসের বেতন হতে কর্তন শুরু করা হবে। এর ব্যত্যয় হলে শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে বিলম্ব ফি প্রদান করতে হবে। এছাড়া বন্ধকী ফরম (‘গ’ ফরম) স্বাক্ষরের পর প্রাপ্য অবচয় বাদ দিয়ে বিশেষ অগ্রিমের অবশিষ্ট পরিশোধযোগ্য টাকার কিস্তির হার (সংশ্লিষ্ট প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কর্তন বিষয়ে প্রত্যয়ন সাপেক্ষে) পুনঃ নির্ধারণ করা যাবে।

(২) কোন কর্মকর্তা কর্মরত অবস্থায় যে কোন সময়ে বা অবসরে যাওয়ার পূর্বে অপরিশোধিত সমুদয় অর্থ এককালীন পরিশোধ করতে ইচ্ছুক হলে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত কোডে তা জমা প্রদান করতে পারবেন।

(৩) কর্মরত ও এল.পি.আর সময়ে সমুদয় কিস্তির টাকা আদায় করা সম্ভব না হলে অগ্রিম বাবদ গৃহীত অপরিশোধিত অর্থ নিম্নরূপভাবে আদায় করা হবে, যথা:

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার গ্র্যাচুয়িটি হতে এককালীন আদায় করা হবে;

(খ) দফা (ক) অনুযায়ী গ্র্যাচুয়িটি হতে আদায়ের পরও বকেয়া থাকলে অগ্রিমের অপরিশোধিত অর্থ উক্ত কর্মকর্তার পেনশন হতে কর্তন করতে হবে;

(গ) দফা (খ) অনুযায়ী পেনশন হতে আদায়ের পরও বকেয়া থাকলে অগ্রিমের অপরিশোধিত অর্থ বন্ধকী গাড়ি বিক্রয়পূর্বক সমন্বয় করতে হবে; অথবা

(ঘ) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাঁর নিজস্ব সঞ্চয় হতে অপরিশোধিত টাকা পরিশোধ করবেন;

(ঙ) দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এর মাধ্যমে আদায়ের পরও অগ্রিম অপরিশোধিত থাকলে দাবি আদায় আইনের বিধান অনুযায়ী সরকারি পাওনা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(৪) কোন কর্মকর্তা স্বেচ্ছায় চাকুরী ত্যাগ করলে বা সরকার কর্তৃক কোন কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান, চাকুরী হতে বরখাস্ত বা চাকুরীচ্যুত করা হলে বকেয়া পাওনা পেনশন/গ্র্যাচুয়িটির সাথে সমন্বয় করা হবে। সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক উল্লিখিত ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা না হলে বকেয়া পাওনা নগদে পরিশোধ/বন্ধকী গাড়ি বিক্রয়ের মাধ্যমে সমন্বয় হবে। এর পরও বকেয়া অপরিশোধিত থাকলে সরকারি দাবি আদায় আইনের বিধান অনুযায়ী সরকারি পাওনা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(৫) নীতি ৮ এর অধীন সম্পাদিত চুক্তির কোন শর্তের বরখেলাপ হলে সরকার বন্ধকী গাড়ি বিক্রয়পূর্বক অগ্রিম সমন্বয় করবে এবং এর পরও অগ্রিম অপরিশোধিত থাকলে সরকারি দাবী আদায় আইনের বিধান অনুযায়ী সরকারি পাওনা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(৬) অগ্রিম গ্রহীতার মৃত্যু হলে এবং দুর্ঘটনা অথবা মানসিক কারণে পঙ্গু/প্রতিবন্ধী হয়ে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণকারী দুর্দশাগ্রস্ত কর্মকর্তা হলে, সে ক্ষেত্রে—

(ক) তাঁর গ্র্যাচুয়িটি হতে অগ্রিমের টাকা আদায় করা হবে;

(খ) তাঁর গ্র্যাচুয়িটি হতে আদায়ের পর অগ্রিম অপরিশোধিত থাকলে উক্ত কর্মকর্তার পারিবারিক পেনশন হতে কর্তন করতে হবে;

(গ) উপরিউক্ত (ক) ও (খ) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, মৃত কর্মকর্তার উত্তরাধিকারী অথবা অক্ষম হয়ে অবসর গ্রহণকারী দুর্দশাগ্রস্ত কর্মকর্তা বা তাঁর প্রতিনিধি যৌক্তিক অর্থনৈতিক কারণে সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিমের অপরিশোধিত অর্থ (আসল ও সুদ) মওকুফের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন এবং তাঁর আবেদনপত্রটি অর্থ বিভাগ কর্তৃক গঠিত “অগ্রিমের আসল ও সুদ মওকুফ” সংক্রান্ত কমিটিতে প্রেরণ করা হবে এবং উক্ত কমিটি মওকুফের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

(৭) গাড়ির প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সরকারি দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে সরকারি গাড়ির পরিবর্তে গাড়ি ক্রয়ের জন্য নগদায়নের সুবিধা প্রদান করা হয়। সরকারি দায়িত্ব পালনে গাড়ি ব্যবহারের ফলে প্রতি বছর গাড়ির আয়ুস্কাল হ্রাস পায় এবং সরকারি আদেশ অনুযায়ী গাড়ির আয়ুস্কাল ৮(আট) বছর। এ কারণে বছরে ১০% হারে অবচয় (Depreciation cost) বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মূল্য এবং সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করে নীতিমালার “ঘ” ফরম অনুযায়ী গাড়ির বন্ধক কাল শেষ হবে। ক্রয়কৃত রিকন্ডিশন্ড গাড়ির ক্ষেত্রে প্রথম বছর থেকেই [(বন্ধকী ফরম)(“গ” ফরম) স্বাক্ষরের তারিখ হতে] অবচয় সুবিধা প্রাপ্য হবেন। তবে, সম্পূর্ণ নতুন গাড়ির (রিকন্ডিশন্ড নয়) ক্ষেত্রে প্রথম বছর অবচয় সুবিধা প্রাপ্য হবেন না। গাড়ির অবচয় সুবিধা প্রাপ্য সময়ে (অবচয়কাল ৮ (আট) বছরের মধ্যে) কোন কর্মকর্তা এল,পি,আর গমন করলে, উক্ত কর্মকর্তা এল.পি.আর সময় অবচয় সুবিধা প্রাপ্য হবে।

* স্বাক্ষরের তারিখ যে কোন দিবসে হলেও নগদায়ন অগ্রিম পরিশোধের সুবিধার্থে কিস্তি কর্তন পরবর্তী মাস হতে শুরু হবে।

১৯। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ**।—সংশোধিত এ নীতিমালার কোন কিছু অস্পষ্ট থাকলে বা কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

মোঃ মঞ্জুরুল করিম
উপসচিব।

পরিশিষ্ট-"ক"

সচিব

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

গণভবন কমপ্লেক্স, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

মাধ্যম : যথাযথ কর্তৃপক্ষ।

বিষয় : **প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা হিসেবে মোটরগাড়ি ক্রয়ের অগ্রিমের জন্য আবেদন।**

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের একজন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। আমি সরকারি বা নিজস্ব বাহিনীর গাড়ি সুবিধা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নই। প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ির সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী আমি মোটরগাড়ি ক্রয়ের জন্য..(কথায়) .... টাকা বিশেষ অগ্রিম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। নিম্নে আমার প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করলাম:—

১। নাম ও পরিচিতি নম্বর :

২। পদবি :

৩। কর্মস্থল :

৪। জন্ম তারিখ :

৫। চাকুরীতে যোগদানের তারিখ :

৬। প্রাধিকার অর্জনের তারিখ :

৭। পি. আর. এল শুরুর তারিখ :

৮। মূলবেতন :

৯। ইতোপূর্বে গৃহীত অগ্রিম সংক্রান্ত তথ্য (গৃহনির্মাণ/ মোটরসাইকেল/কম্পিউটার)। :

অগ্রিমের নাম	মঞ্জুরের তারিখ	অগ্রিমের পরিমাণ	কিস্তির পরিমাণ	অপরিশোধিত টাকার পরিমাণ	অগ্রিম সম্পূর্ণ পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

১০। বিশেষ অগ্রিম পরিশোধ সংক্রান্ত :

প্রার্থিত বিশেষ অগ্রিমের পরিমাণ	কত কিস্তিতে পরিশোধ করতে ইচ্ছুক	চাকুরীরত অবস্থায় পরিশোধ সম্ভব না হলে অগ্রিম সমন্বয় পদ্ধতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪

১১। গাড়ি ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য :

(ক) সরকারি বা নিজস্ব বাহিনীর/ ....সংস্থার গাড়ি ব্যবহার করি/না :

(খ) গাড়ি নম্বর...................(গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে) :

(গ) গাড়ি ব্যবহারের সময় :

১২। আমি এ মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, প্রার্থিত অগ্রিম মোটরগাড়ি ক্রয় ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহার করব না। মোটরগাড়ি ক্রয় ও রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি বাবদ ব্যয়িত অর্থের অতিরিক্ত উত্তোলিত অর্থ ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সরকার বরাবর ফেরত দিতে বাধ্য থাকব।

আপনার অনুগত

স্থান :　　স্বাক্ষর :

নাম :

তারিখ :　　পদবি :

ঠিকানা :

মোবাইল নম্বর :

ই-মেইল :

১৩। উর্ধ্বতন অফিসারের সুপারিশ :

স্বাক্ষর :

নাম :

পদবি :

ঠিকানা :

পরিশিষ্ট-"খ"

চুক্তিনামা

মোটরগাড়ি ক্রয়ের জন্য অগ্রিম গ্রহণের উদ্দেশ্যে চুক্তি সম্পাদনের ফরম.. সনের ....মাসের................................ তারিখে একপক্ষে.. (পরবর্তীতে অগ্রিম গ্রহীতা হিসেবে অভিহিত যা তাঁর আইনগত প্রতিনিধি এবং স্বত্বনিয়োগীকে বুঝাবে) এবং অপরপক্ষ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি (পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি হিসেবে অভিহিত) এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি।

যেহেতু অগ্রিম গ্রহীতা প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৯ অনুসারে (পরবর্তীতে বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়ন আদেশ হিসেবে অভিহিত) মোটর গাড়ি ক্রয় করার জন্য..........................টাকা অগ্রিমের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেছেন এবং সরকার পরবর্তীতে বর্ণিত শর্তাবলিতে এ অগ্রিম প্রদানে সম্মত হয়েছে।

সুতরাং এতদ্বারা উভয়পক্ষ এ মর্মে সম্মত হচ্ছেন যে, সরকার কর্তৃক অগ্রিম গ্রহীতাকে..টাকা প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে(অগ্রিম গ্রহীতা এতদ্বারা যার প্রাপ্তি স্বীকার করলেন), অগ্রিম গ্রহীতা এ মর্মে সরকারের সাথে সম্মত হলেন যে,

(১) প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়নে নীতিমালা, ২০১৯ মতে মাসিক বেতন বিল হতে কর্তনের মাধ্যমে এ অর্থ তিনি পরিশোধ করবেন এবং এ কর্তন করার জন্য তিনি এতদ্বারা সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করলেন ;

(২) এ চুক্তি সম্পাদনের তারিখের তিন মাসের মধ্যে তিনি এ অগ্রিমের সম্পূর্ণ অর্থ মোটরগাড়ি ক্রয় ও রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি খরচ সম্পন্ন করার জন্য ব্যয় করবেন এবং প্রকৃত মূল্য ও রেজিস্ট্রেশন খরচ ইত্যাদি যদি অগ্রিম অপেক্ষা কম হয় তবে অবশিষ্ট অর্থ ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সরকারকে ফেরত দিবেন ; এবং

(৩) প্রদত্ত অগ্রিম ও তজ্জনিত সুদের টাকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জামানত হিসেবে প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৯ এ বর্ণিত "বন্ধকী" ফরমে মোটর গাড়িটি সরকারের নিকট দায়বদ্ধ করবেন।

এবং সর্বশেষ তাও সম্মত হওয়া যাচ্ছে এবং ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, যদি মোটগাড়ি উপর্যুক্ত মতে এ দলিল স্বাক্ষরের ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে ক্রয় ও দায়বদ্ধ করা না হয়, অথবা অগ্রিম গ্রহীতা দেউলিয়া হন বা সশস্ত্র বাহিনীর চাকুরী ত্যাগ করেন, বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ অথবা যে কোন কারণে চাকুরীর অবসান বা মৃত্যুবরণ করে তাহলে অগ্রিমের সম্পূর্ণ অর্থ এবং তার সঞ্চিত সুদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অবিলম্বে পাওনা পরিশোধ করবে।

উপরে বর্ণিত সমুদয় বয়ানের সাক্ষ্য স্বরুপ অগ্রিম গ্রহীতা উল্লিখিত সন ও তারিখে স্বহস্তে স্বাক্ষর করলেন।

নিম্নেবর্ণিত সাক্ষীগণের সম্মুখে স্বাক্ষর করলেন :

১ম সাক্ষী :.. গ্রহীতার স্বাক্ষর

ঠিকানা :..

পেশা :...

২য় সাক্ষী :...

ঠিকানা :..

পেশা :...

সরকারি প্রতিনিধির স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট-"গ"

মোটর গাড়ি অগ্রিমের জন্য "বন্ধকী" ফরম

এ চুক্তিপত্র....................সনের........................মাসের........................তারিখে একপক্ষে.............................. (পরবর্তীতে অগ্রিম গ্রহীতা হিসেবে অভিহিত) এবং অপরপক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি (পরবর্তী রাষ্ট্রপতি হিসেবে অবিহিত) এর মধ্যে সম্পাদিত হলো।

যেহেতু, বিশেষ অগ্রিম গ্রহিতা প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা (পরবর্তীতে বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা হিসেবে অভিহিত) অনুসারে মোটর গাড়ি ক্রয় করার জন্য .... টাকা অগ্রিম মঞ্জুরের আবেদন করছেন এবং তা মঞ্জুর করা হয়েছে।

এবং যেহেতু বর্ণিত অগ্রিম মঞ্জুরির অন্যতম শর্ত এই যে, প্রদত্ত অগ্রিমের জামানত হিসেবে অগ্রিম গ্রহীতা সরকারের নিকট এ মোটরগাড়ি দায়বদ্ধ করবেন।

এবং যেহেতু অগ্রিম গ্রহীতা প্রদত্ত অগ্রিম বা তার অংশবিশেষ দ্বারা মোটরগাড়ি ক্রয় করেছেন যার বিশদ বর্ণনা নিম্নে লিপিবদ্ধ তফসিলে উদ্বৃত হলো :

সুতরাং এ চুক্তিপত্রের বয়ান এই যে, বর্ণিত চুক্তি অনুসারে এবং পূর্বোক্ত বিষয়সমূহের বিবেচনায় অগ্রিম গ্রহীতা এ মর্মে সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন যে, তিনি সরকারকে......................... টাকা প্রদান করবেন অথবা এ চুক্তির তারিখে যে পরিমাণ পাওনা অবশিষ্ট আছে, তা সমান কিস্তিতে মাসের প্রথম দিনে প্রদান করবেন এবং বর্ণিত সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা অনুসারে এ সময়ে পাওনা অর্থের উপর সঞ্চিত সুদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রদান করবেন এবং অগ্রিম গ্রহীতা এ মর্মে আরও সম্মতি দিচ্ছেন যে, বর্ণিত সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা অনুসারে প্রদেয় এ অর্থ তাঁর মাসিক বেতনের বিল হতে কর্তনের

মাধ্যমে আদায় করা হবে এবং চুক্তির আরো শর্ত অনুসারে অগ্রিম গ্রহীতা এতদ্বারা এ মোটরগাড়ি বর্ণিত সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা অনুসারে বর্ণিত অগ্রিম এবং তার উপর সঞ্চিত সুদের জামানত হিসেবে সরকার বরাবর এর স্বত্ব ন্যস্ত এবং হস্তান্তর করলেন। গাড়ির ফিটনেস, বিমা, ট্যাক্স টোকেন ও রেজিস্ট্রেশনের মূল কপির ফটোকপি উভয় পক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে সরকার বরাবর জমা রাখলেন, তবে পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরীর লক্ষ্যে না দাবী গ্রহণ ও বন্ধকী অবমুক্তির সময়ে বন্ধককৃত গাড়ির হালনাগাদ ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন, বিমা এবং রেজিস্ট্রেশন/ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশনের মূল কপি শাখা কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন সাপেক্ষে পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরীর না দাবিসহ গাড়িটি "ঘ" ফরমের মাধ্যমে "বন্ধকী" অবমুক্তি পত্র গ্রহণ করবে।

এবং অগ্রিম গ্রহীতা এ মর্মে আরও স্বীকৃত হয়ে ঘোষণা দিচ্ছে যে, তিনি বর্ণিত মোটরগাড়ির ক্রয়মূল্য পূর্ণভাবে পরিশোধ করেছেন ও তা সম্পূর্ণভাবে তার নিজস্ব সম্পত্তি এবং তিনি তা কোথাও বন্ধক দেন নি এবং বর্ণিত অগ্রিম বাবদ সরকারকে যে পর্যন্ত কোন অর্থ প্রদেয় থাকে সে পর্যন্ত তিনি সরকারের অনুমতি ব্যতীত এ সম্পত্তি বিক্রয়, বন্ধক বা তার দখল ত্যাগ করবেন না এবং মোটরগাড়ির মালিকানা হস্তান্তর করবেন না। এখানে আরও উল্লেখ করা যায় এবং ইহা স্বীকৃত ও ঘোষিত হচ্ছে যে, যদি কোন কিস্তি অথবা তার সুদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পূর্ব বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে পাওনা হওয়ার দশ দিনের মধ্যে প্রদত্ত না হয় বা আদায় না হয় অথবা অগ্রিম গ্রহীতা মৃত্যুবরণ করেন বা কোন সময়ে চাকুরীতে না থাকেন অথবা যদি অগ্রিম গ্রহীতা এ সম্পত্তি বিক্রয়, বন্ধক অথবা দেউলিয়া হন অথবা তাঁর পাওনাদারের সঙ্গে কোন ব্যবস্থায় উপনীত হন অথবা কোন ব্যক্তি অগ্রিম গ্রহীতার বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি বা রায় কার্যকর করেন, তবে তখন পর্যন্ত সমুদয় পাওনা অনাদায়কৃত অংশ এবং পূর্বে বর্ণিত মতে ধার্যকৃত সুদ তাৎক্ষণিকভাবে প্রদানযোগ্য হবে।

এবং এ মর্মে স্বীকৃত হওয়া যাচ্ছে এবং ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, পূর্বে বর্ণিত কোন একটি ঘটনা ঘটলে সরকার বর্ণিত মোটরগাড়ি বাজেয়াপ্ত করে তার মালিকানা গ্রহণ করবেন এবং তা স্থানান্তর না করে তার মালিকানায় থাকবেন অথবা তা স্থানান্তর করে খোলা নিলামে অথবা ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে চুক্তি করে বিক্রয় করবেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ও ঐ সময় পর্যন্ত সঞ্চিত সুদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) হতে সে সময় পর্যন্ত অপরিশোধিত অগ্রিম পরিশোধের জন্য এবং এ চুক্তির অধীন তার অধিকার সংরক্ষণের জন্য বা আদায়ের জন্য এবং উদ্ধার করার জন্য সমুদয় ব্যয় এবং সকল প্রকার দায় মিটানোর জন্য ব্যবহার করবেন এবং এর অতিরিক্ত কোন অর্থ থাকলে অগ্রিম গ্রহীতা, তাঁর উইল নির্বাহক, প্রশাসক বা ব্যক্তিগত প্রতিনিধিকে প্রদান করবেন।

আরও শর্ত থাকে যে, বর্ণিত মোটর গাড়ির স্বত্ব গ্রহণ এবং বিক্রয়ের ক্ষমতা, সরকার কর্তৃক বিক্রয়লব্ধ নীট অর্থ যদি পাওনা হতে কম হয় তবে অবশিষ্ট অর্থের জন্য অগ্রিম গ্রহীতা অথবা তার ব্যক্তিগত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার ক্ষুণ্ন করবে না।

এবং অগ্রিম গ্রহীতা এ মর্মে আরও স্বীকৃত হচ্ছেন যে, যতদিন সরকার তাঁর নিকট কোন অর্থ পাওনা থাকবে ততদিন অগ্রিম গ্রহীতা কোনরূপ অগ্নি, চুরি বা দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতি বা হানির জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিমা কোম্পানীতে বিমা করবেন।

এবং অগ্রিম গ্রহীতা এ মর্মে আরো স্বীকৃত হচ্ছে যে, যুক্তিসঙ্গত ক্ষয় ও অপচয়ের কারণে যতটুকু অবনতি হওয়া গ্রহণযোগ্য, তা অপেক্ষা মোটরগাড়ির কোন অতিরিক্ত ক্ষতিসাধন বা বিনষ্ট ঘটাবেন না।

এবং যদি কোন ক্ষতি বা দুর্ঘটনা হয়ে থাকে তবে অগ্রিম গ্রহীতা অবিলম্বে তা মেরামত করাবেন ও ক্ষতিপূরণ করবেন।

উপরে বর্ণিত বয়ানের সাক্ষ্য স্বরূপ অগ্রিম গ্রহীতা উল্লিখিত বছরে ও তারিখে স্বহস্তে স্বাক্ষর প্রদান করলেন।

মোটর গাড়ির বিবরণ—

প্রস্তুতকারীর নাম—

বর্ণনা—

সিলিন্ডারের সংখ্যা—

ইঞ্জিন নম্বর

চেসিস নম্বর :

ক্রয়মূল্য—

....এর উপস্থিতিতে অগ্রিম গ্রহীতা ....স্বাক্ষর করলেন।

পরিশিষ্ট-"ঘ"

বন্ধক অবমুক্তির প্রত্যয়ন পত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, নাম:............................... পদবি:...........................কর্মস্থল.................................... প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৯ এর আওতায় গাড়ি ক্রয়ের জন্য গত.............................তারিখে............................. টাকা বিশেষ অগ্রিম গ্রহণ করেছেন। তিনি গৃহীত অগ্রিমের অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত...নং গাড়ি সরকার বরাবর...তারিখে বন্ধক রেখেছেন। তিনি............................তারিখে গৃহীত সমুদয় অগ্রিম পরিশোধ করেছেন বিধায় আজ.............................তারিখে তাঁর বন্ধককৃত...........................নম্বর গাড়িটি অবমুক্ত করা হলো।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২২ বৈশাখ ১৪২৬/৫ মে ২০১৯

নং **২৩.০০.০০০০.০১০.০২.০০১.১৮-১৬১**—প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৯ এর নীতি-৬(৪) অনুযায়ী প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের গাড়ি ক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচাদি যেমন : রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন ইত্যাদি খরচ নির্বাহের জন্য এককালীন সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিমের পরিমাণ ৩০,০০,০০০ (ত্রিশলক্ষ) টাকা নির্ধারণ করা হলো। এ সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে ১% (এক শতাংশ) হারে সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হবে। এতে অর্থ বিভাগের সম্মতি রয়েছে।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৩.০০.০০০০.০১০.০২.০০১.১৮-১৬২**—প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৯ এর নীতি-১০(১) এ গাড়ি মেরামত/ সংরক্ষণ, জ্বালানী, ড্রাইভারের বেতন ইত্যাদি খরচ বাবদ মাসিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা নির্ধারণ করা হলো এবং উক্ত নীতিমালার নীতি-১৬ এ অসামরিক প্রশাসনে প্রেষণে/প্রকল্পে কর্মরত প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কোনো কর্মকর্তার সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের সুবিধা থাকলে নিজ গাড়ি সচল রাখার প্রয়োজনে গাড়ি মেরামত/সংরক্ষণ, জ্বালানি, ড্রাইভারের বেতন ইত্যাদি খরচ বাবদ গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের শতকরা ৫০% হারে অর্থ প্রাপ্য হবেন। এতে অর্থ বিভাগের সম্মতি রয়েছে।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মঞ্জুরুল করিম
উপসচিব।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হজ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১২ ফাল্গুন ১৪২৫/২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

নং ধবিম/হ.শা./৪-১২৪/২০১৩/৩১৪—যেহেতু আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত হজ লাইসেন্স Aftab Travels International (H.L 0584). 166-167. Al-Razi Complex (3rd Floor), Suite No-D301, Shahid Sayed Nazrul Islam Sarani, Purana Paltan, Dhaka এর স্বত্বাধিকারী।

০২। যেহেতু আপনি যথাযথভাবে হজ লাইসেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে (বরাবর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এ বর্ণিত লিখিত) অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন।

০৩। যেহেতু হজ লাইসেন্স পরিচালনার ক্ষেত্রে জামানত বাবদ ২০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকার এফ.ডি.আর. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর লিয়েন থাকার বাধ্যবাধকতা থাকায় আপনি Aftab Travels International (H.L 0584). এর সত্ত্বাধিকারী হিসেবে ইসলামী ব্যাংকে বাংলাদেশ লি. পল্টন শাখার ব্যাংকের ০৬৩২৬৮৮/২৭১৮ এফ ডি আর ২৬-১১-২০১২ তারিখ জমা প্রদান করেছিলেন এবং উক্ত এফ ডি আর-টি পরিবর্তনের জন্য ১১-১১-২০১৮ তারিখে প্রতিষ্ঠানের প্যাডে অন্য একটি এফ ডি আর নং ১৬৩২৩০ তারিখ: ৩০-০৭-২০১৮ খ্রি. নন্দনপুর শাখা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, রাজশাহীর বর্ণনা প্রদান করে তার সঙ্গে সংযুক্তপূর্বক দাখিল করেছেন।

০৪। যেহেতু উক্ত ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে ডিজিএম এর সঙ্গে ফোনে এফ ডি আর নং ১৬৩২৩০ তারিখ : ৩০-০৭-২০১৮ এর সত্যতা যাচাই করা হলে তিনি জানান নন্দনপুর নামে ব্যাংকের কোনো শাখা নেই। এতে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, আপনি ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লি. পল্টন শাখা, ঢাকার ৬৩২৬৮৮/২৭১৮ এফ ডি আর ২৬-১১-২০১২ তারিখ অন্যায়ভাবে ফেরৎ নেওয়ার জন্য একটি জাল এফ.ডি.আর সৃজন করে দাখিল করেছেন।

০৫। যেহেতু এরূপ গর্হিত কাজ জাতীয় হজ ও ওমরাহ, নীতি, ২০১৯ এর ২৪.১ ও ২৪.২ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য হওয়ায় কেন লাইসেন্স বাতিল, জামানত বাজেয়াপ্ত এবং ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হবে না সে বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১০-০২-২০১৯ তারিখের ধবিম/হ:শা:৪-১২৪/২০১৩-২০১ নং স্মারকে স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে লিখিত জবাব দাখিলের জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়।

০৬। যেহেতু আপনি ১৮-০২-২০১৯ তারিখ লিখিত জবাব দাখিল করেছেন এবং আপনার জবাব সত্যের বিপরীত হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য নয়।

০৭। যেহেতু আপনার এ ধরনের আচরণ জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.১ শাস্তিযোগ্য কার্যক্রম।

০৮। সেহেতু জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.২(খ) মোতাবেক আপনার পরিচালিত Aftab Travels International (H.L 0584). **লাইসেন্স বাতিল ও জামানত বাবদ দাখিলকৃত** ইসলামিক ব্যাংক বাংলাদেশ লি. পল্টন শাখা ব্যাংকের ৬৩২৬৮৮/২৭১৮ নং এফ ডি আর ২৬-১১-২০১২ তারিখ রাষ্ট্রের অনুকূলে **বাজেয়াপ্ত করা হলো।**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস.এম.মনিরুজ্জামান
সহকারী সচিব।

হজ-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৯ ফাল্গুন ১৪২৫/০৩ মার্চ ২০১৯

নং **১৬.০০.০০০০.০০৩.৩৩.০০৫.১৪.৩৪২**—যেহেতু আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত হজ লাইসেন্স Ababil Travels & Tours (H.L. No-358), Islam Tower E/1, (4th Floor), 65, Nayapaltan, Dhaka, 1000 এর স্বত্বাধিকারী হিসেবে ২০১৮ সালে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন ;

০২। যেহেতু আপনি যথাযথভাবে হজ লাইসেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ মোতাবেক লিখিত অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন ;

০৩। যেহেতু আপনার এজেন্সির মাধ্যমে হজে গমনকারী ডাঃ হারুন উর রশিদ গং কর্তৃক কাউন্সেলর (হজ), মক্কা, সৌদি আরব বরাবর নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেন ;

০৪। "১. হজ করতে এসে থাকার রুম পেতে কষ্ট হয়েছে। ২. খেতে গেলে বলা হয় আপনার মোয়াল্লেম এর কাছে যান। ৩. বাসে উঠতে গেলে বলা হয় যে, আপনার জন্য সিট নাই। ধাক্কা

মেরে ফেলে দেয়া হয়। ৪. প্রথমে বলা হয়, ৩ লাখ টাকা লাগবে। পরে বলা হয়, সরকারি ভ্যাট জমা দিতে হবে ২০,০০০/- টাকা। সর্বমোট নিয়েছে ৩,২০,০০০/- টাকা। ৫. মোট প্যাকেজ থাকার কথা ৪৫ দিন কিন্তু আমাদের বেলায় দেয়া হয়েছে ৩৮ দিন" ;

০৫। যেহেতু উক্ত অভিযোগের বিষয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এর ২৩.২ এ বর্ণিত উপায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে অভিযোগকারী এবং এজেন্সীর মালিক/প্রতিনিধির উপস্থিতিতে উভয়পক্ষের শুনানী গ্রহণ করে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে ;

০৬। যেহেতু Ababil Travels & Tours (H.L. No-358), হজ এজেন্সির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে ;

০৭। যেহেতু এ মন্ত্রণালয়ের ১৭-১২-২০১৮ তারিখের স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০২.১৮-১৩৬৯ মূলে আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এর ২৩.১ (ক) ও (খ) অনুযায়ী কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে তার কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ প্রদান করা হয় ;

০৮। যেহেতু আপনি লিখিত জবাব দাখিল করেছেন এবং জবাবে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খন্ডন করার মত কোনো তথ্য/প্রমাণ দাখিল করতে পারেননি, পরোক্ষভাবে অভিযোগ স্বীকার করে দায়সারাগোছের জবাব দাখিল করেছেন যা গ্রহণযোগ্য নয় ;

০৯। সেহেতু জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এর ২৩.২ (ক ও খ) মোতাবেক আপনার পরিচালিত Ababil Travels & Tours (H.L. No-358), Islam Tower E/1, (4th Floor), 65, Nayapaltan, Dhaka, 1000 এর হজ লাইসেন্স বাতিল এবং জামানত রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হল"।

নং শাঃ ৩/৬-১১৯/২০০৫/৩৪৩—যেহেতু আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত হজ লাইসেন্স Mouri Air International, (H.L. No-272), 26-27 Hurayra Mansion, 1st Floor, Hotel Kaycobad, Building, Airport Road, Amberkhana, Sylhet-3100 এর প্রোপ্রাইটর হিসেবে ২০১৮ সালে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন ;

০২। যেহেতু আপনি যথাযথভাবে হজ লাইসেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ মোতাবেক লিখিত অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন ;

০৩। যেহেতু আপনার এজেন্সির মাধ্যমে হজে গমনকারী জনাব মোশফিকুর রহমান (বাবুল) গং কাউন্সেলর (হজ), মক্কা, সৌদি আরব বরাবর নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেন ;

০৪। "আমাদেরকে এমন এক বাসাতে রাখা হয়েছে যা বসবাসযোগ্য নয়। যেমন এক রুমে ১৮ জন হাজী। এমন দুই রুম মিলে এক বাথরুম। তিন তলা মোট ৫ টা রুমে মিলে একটু খাওয়ার পানি নাই। ২০ জন মিলে একটা রাথরুম। খানা হাজী সংখ্যা যত তার চেয়ে খানা কম দিচ্ছে যা সবাই মিলে বন্টন করে খাচ্ছি। এতে কারো পেট ভরছে না । যার কারণে হাজীরা রোগী হয়ে পড়ছে। কাল বলছে আরো টাকা না দিলে আজ খানা দিব না। আমাদেরকে মদিনা নিবে না। তাই আমরা খানার আগেই আপনাদের কছে আসছি যাতে আমরা সঠিকভাবে খানা পাই এবং মদিনায় যেতে পারি এবং থাকার ভাল ব্যবস্থা হয়। বাংলাদেশ থেকে তারা টাকা নেওয়ার পর আবার কেন টাকা চায় এরকম যেন হাজীদেরকে কষ্ট দিতে না পারে ;

০৫। যেহেতু উক্ত অভিযোগের বিষয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এর ২৩.২ এ বর্ণিত উপায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে অভিযোগকারী এবং এজেন্সীর মালিক/প্রতিনিধির উপস্থিতিতে উভয়পক্ষের শুনানী গ্রহণ করে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে ;

০৬। যেহেতু Mouri Air International, (H.L. No-272), হজ এজেন্সির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে ;

০৭। যেহেতু এ মন্ত্রণালয়ের ১৭-১২-২০১৮ তারিখের স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০২.১৮-১৩৬৮ মূলে আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এর ২৩.১ (ক) ও (খ) অনুযায়ী কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে তার কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়;

০৮। যেহেতু আপনি ২৬-১২-২০১৮ লিখিত জবাব দাখিল করেছেন এবং আপনার জবাব আমলে নিয়ে উহা পর্যালোচনায় দেখা যায় আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খন্ডনে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তদন্ত প্রতিবেদন মতে আপনার হজ এজেন্সির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে ;

০৯। যেহেতু আপনার এ ধরনের আচরণ জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এর ২৩.১ (ক) ও (খ) অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য কার্যক্রম ;

১০। সেহেতু জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এর ২৩.২ (ক ও খ) মোতাবেক আপনার পরিচালিত Mouri Air International, (H.L. No-272), 26-27 Hurayra Mansion, (1st Floor), Hotel Kaycobad, Building, Airport Road, Amberkhana, Sylhet-3100 এর "লাইসেন্স বাতিল এবং জামানত বাবদ জমাকৃত ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড থেকে ইস্যুকৃত এফ ডি আর নং-০৫৭৬১৬, তারিখ: ২৩-০২-২০১১ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হল"।

নং শাঃ ৩/৬-১০৮/২০০৫/৩৪৪—যেহেতু আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত হজ লাইসেন্স Meraj Air International Ltd. (H.L. No-253), 129, DIT Extension Road, Hotel Bokshi (1st Floor), Fakirapool, Dhaka, 1000 এর চেয়ারম্যান হিসেবে ২০১৮ সালে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন ;

০২। যেহেতু আপনি যথাযথভাবে হজ লাইসেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ মোতাবেক লিখিত অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন ;

০৩। যেহেতু আপনার এজেন্সির মাধ্যমে হজে গমনকারী নাজরানা ইয়াসমিন (হিরা) গং কাউন্সেলর (হজ), মক্কা, সৌদি আরব বরাবর নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেন ;

০৪। "বাসস্থান ও খাওয়ার ব্যবস্থা খুবই বাজে ছিল, খাওয়ার পানি সরবরাহ করা হয়নি, বাসস্থান এলাকা পরিচ্ছন্ন ছিল না, চারজন মহিলা হারিয়ে গেলে তাদের উদ্ধার করা হয়নি, মক্কায় নারী পুরুষের আলাদা ব্যবস্থা না করে একই ফ্লোরে রাখা হয়েছে, আরাফার ময়দান থেকে বাসে আনার কোনো ব্যবস্থা ছিল না এবং হাজীদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন;

০৫। যেহেতু উক্ত অভিযোগের বিষয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এর ২৩.২ এ বর্ণিত উপায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে অভিযোগকারী এবং এজেন্সীর মালিক/প্রতিনিধির উপস্থিতিতে উভয়পক্ষের শুনানী গ্রহণ করে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে ; এবং

০৬। যেহেতু Meraj Air International Ltd. (H.L. No-253), হজ এজেন্সির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে ;

০৭। যেহেতু তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের পর ব্যবস্থাপনা উন্নত হওয়ায় অভিযোগকারী অভিযোগটি প্রত্যাহার করেছেন ;

০৮। যেহেতু এ মন্ত্রণালয়ের ১৭-১২-২০১৮ তারিখের স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০২.১৮-১৩৬৭ মূলে আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এর ২৩.১ (ক) অনুযায়ী কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে তার কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ প্রদান করা হয় ;

০৯। যেহেতু আপনি ২৪-১২-২০১৮ লিখিত জবাব দাখিল করেছেন তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের পর অভিযোগকারী কর্তৃক অভিযোগ প্রত্যাহার করায় অব্যাহতির আবেদন করেছেন ;

১০। যেহেতু অভিযোগ প্রত্যাহার করা হলেও হজ কার্যক্রমের শুরুতে আপনার ব্যবস্থাপনা কাঙ্খিত মানের ছিল না ;

১১। সেহেতু জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এর ২৩.২ (জ) মোতাবেক আপনার পরিচালিত Meraj Air International Ltd., (H.L. No-253), 129, DIT Extension Road, Hotel Bokshi (1st Floor), Fakirapool, Dhaka, 1000 এর এজেন্সিকে "তিরস্কার এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হলো"।

নং **শাঃ ৩/৬-৩৬৭/২০০৫/৩৪৫**—যেহেতু আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত হজ লাইসেন্স Keranigonj Hajj Travels & Tours (H.L. No-367), Mukti Bhabamn (2nd Floor), 21/1, Purana Paltan, Dhaka, 1000 এর অংশীদার হিসেবে ২০১৮ সালে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন ;

০২। যেহেতু আপনি যথাযথভাবে হজ লাইসেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ মোতাবেক লিখিত অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন ;

০৩। যেহেতু আপনার এজেন্সির মাধ্যমে হজে গমনকারী এবিএম মিজানুর রহমান গং কর্তৃক কাউন্সেলর (হজ), মক্কা, সৌদি আরব বরাবর নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেন ;

০৪। "আমাদেরকে আনুমানিক ৩/৪ কিলোমিটার দূরে দোর-ই-খুদাই নামক স্থানে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে রাখে এবং ১০ দিন পর দাখিলা রোডে আরো একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে নিয়ে আসে যাতে রাত্রি বেলায় সাপ পাওয়া যায়। এ ঘটনা ঘটে গত ২৮-০৮-২০১৮ তারিখে। পরবর্তীতে সারারাত বাহিরে রাখে এবং পরদিন মেইনরোডে একটি বাড়িতে কোনোভাবে থাকার ব্যবস্থা করে। শুরু থেকেই নিম্নমানের খাবার পরিবেশন করছে। যা এখনো বলবৎ আছে। আশু প্রতিকার কামনা করছি। আলাদা রুম দেবে বলে আমার কাছ থেকে ৮০০ রিয়েল নিয়েছে এবং বলেছে ফেরত দেবে কিন্তু অদ্যাবধি ফেরত দেয়নি"।

০৫। যেহেতু উক্ত অভিযোগের বিষয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এর ২৩.২ এ বর্ণিত উপায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে অভিযোগকারী এবং এজেন্সীর মালিক/প্রতিনিধির উপস্থিতিতে উভয়পক্ষের শুনানী গ্রহণ করে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে ; এবং

০৬। যেহেতু Keranigonj Hajj Travels & Tours (H.L. No-367), হজ এজেন্সির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে ;

০৭। যেহেতু এ মন্ত্রণালয়ের ১৭-১২-২০১৮ তারিখের স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০২.১৮-১৩৭০ মূলে আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এর ২৩.১ (ক) অনুযায়ী কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে তার কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ প্রদান করা হয় ;

০৮। যেহেতু আপনি ২৩-১২-২০১৮ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেছেন এবং জবাবে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খন্ডন করার মত কোনো তথ্য/প্রমাণ দাখিল করতে পারেননি, হাজীগণকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও তা রক্ষা করেননি, হাজীগণ আবাসন ও খাওয়া-দাওয়ায় কষ্ট পেয়েছেন, এ জন্য আপনার জবাব গ্রহণযোগ্য নয় ;

০৯। সেহেতু জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এর ২৩.২ (গ) মোতাবেক আপনার পরিচালিত Keranigonj Hajj Travels & Tours (H.L. No-367), Mukti Bhabamn (2nd Floor), 21/1, Purana Paltan, Dhaka, 1000 এর 'হজ লাইসেন্স ৩ (তিন) বছরের জন্য স্থগিত' করা হল।

তারিখ : ২০ ফাল্গুন ১৪২৫/০৪ মার্চ ২০১৯

নং **ধবিম/হ: শাঃ/৬-৪৪/২০১০-৩৬৯**—যেহেতু আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত হজ লাইসেন্স Summit Air International (H.L. No-558), Estern View (8th Floor), 50, Nayapaltan, DIT Extension Road, Dhaka-1000 এর স্বত্বাধিকারী/মুনাজ্জেম হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ;

০২। যেহেতু আপনি যথাযথভাবে হজ লাইসেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ মোতাবেক লিখিতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন ;

০৩। যেহেতু আপনার এজেন্সির মাধ্যমে হজে গমনকারী জনাব আঃ রহমান গং কাউন্সেলর (হজ), মক্কা, সৌদি আরব বরাবর নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেন ;

০৪। "আমরা কতিপয় হাজী, আমাদের কাছে বাসা নেওয়ার ওয়াদা করে ০১-০৮-২০১৮ ইং তারিখে এনে হেরেম শরীফ থেকে ৪/৫ কি.মি. দূরে রোসাইফা নিয়ে রাখে। তারপর ২৮-০৮-২০১৮ ইং তারিখে রাত ১১ টায় হিরা মসজিদ সংলগ্ন হোটেলে নেওয়ার কথা বলে পালিয়ে যায়। আমরা ৫ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলাসহ মোট ৮ জন হাজী আমাদের লাগেজসহ রাত ৩ টা পর্যন্ত ট্রাভেলসের লেবার না পেয়ে নিজেদের টাকা দিয়ে মালামাল পরিবহণ করি। তাছাড়া জনপ্রতি ৪০০ রিয়েল দিয়ে বাসা ভাড়া নেই। নিজের টাকা দিয়ে খাবার কিনে খাই। ১ দিন পর ট্রাভেলসের লোক আমাদের সাথে যোগাযোগ করে বলে যে বাসা ভাড়ার টাকা ফেরত দিবে কিন্তু

এখন পর্যন্ত দেয় নাই। এর মধ্যে দুই এক দিন খাবার দিয়ে আবার ৬ তারিখ রাত থেকে খাবার দেয়া বন্ধ করে দেয়” এবং

০৫। যেহেতু আপনার এজেন্সির মাধ্যমে হজে গমনকারী জনাব আনোয়ার হোসেন গং নিম্নরূপ অভিযোগ করেন :

> “আমরা হজ প্যাকেজের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করি। আমাদের মক্কায় এক হাজার মিটারের মধ্যে স্থায়ী বাড়ী দেয়ার কথা। আমাদের ০১-০৮-২০১৮ তারিখে মক্কায় এসে দূরের বাড়ী রোসাইফা আমীরে আহমাদ মসজিদের নিকট রাখে। এতে করে আমারা শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক সর্বলাইনে ক্ষতিগ্রস্ত হই। আমাদের তিন বেলা খাবার দেওয়ার কথা। তিন দিন যাবত আমরা কোনো খানা পাচ্ছি না, খানা বন্ধ। হজের তিন দিন পরে আমাদেরকে রেখে চলে যাওয়ায় (পলাতক) আমাদেরকে বাড়িওয়ালার টাকা পরিশোধ না করায় হোটেল থেকে বের করার হুমকি দিচ্ছে। অতএব জনাবের নিকট আকুল আবেদন এই যে, আমাদের খাওয়া থাকা নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হইল”।

০৬। যেহেতু উক্ত অভিযোগের বিষয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এর ২৩.২ এ বর্ণিত উপায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে অভিযোগকারী এবং এজেন্সীর মালিক/প্রতিনিধির উপস্থিতিতে উভয়পক্ষের শুনানী গ্রহণ করে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে ; এবং

০৭। যেহেতু Summit Air International (H.L. No-558), হজ এজেন্সির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে ;

০৮। যেহেতু এ মন্ত্রণালয়ের ১৭-১২-২০১৮ তারিখের স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০২.১৮-১৩৭১ মূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সির বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ প্রদান করা হয় ;

০৯। যেহেতু সামিট এয়ার ইন্টারন্যাশনাল এর জেনারেল ম্যানেজার জনাব মোঃ মোজাম্মেল হোসেন ০৩-১০-২০১৮ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেছেন এবং জবাবে আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খন্ডন করার মত নতুন কোনো তথ্য/প্রমাণ দাখিল করতে পারেননি, হাজীগণকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও তা রক্ষা করেননি, হজযাত্রীদের আপনার লাইসেন্সে রেজিস্ট্রেশন করে তাদেরকে হজে না নিয়ে ২০১৮ সালের অনুমোদনবিহীন সালওয়া ওভারসীজ সার্ভিসেস (লাইসেন্স নং-২৬৯) এর মালিককে ভাড়া প্রদান করেছেন। পক্ষান্তরে আপনি হাজীদের সঙ্গে গমন করেননি এবং হাজীদের নিকট থেকে গৃহীত টাকা দায়িত্ব পালনকারী সালওয়া ওভারসীজ সার্ভিসেস (লাইসেন্স নং-২৬৯) এর মালিককে প্রদান করেননি। আপনি সালওয়া ওভারসীজ সার্ভিসেস (লাইসেন্স নং-২৬৯) এবং ব্লু-স্কাই এয়ার ওয়েজ (লাইসেন্স নং-৭০৪) এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে অবৈধভাবে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এর ব্যতয় ঘটিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে হজযাত্রীদের কাঙ্খিত সেবা প্রদান করেননি। হোটেল ভাড়া বাবদ ৩৭০০০/-(সাইত্রিশ হাজার) রিয়াল, খাবার বাবদ ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) রিয়াল অপরিশোধিত থাকায় হাজীগণ দুর্ভোগের স্বীকার হন।

১০। যেহেতু উল্লিখিত কারণে জাতীয় হজ ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এর ২৩.১ (ক) এবং (খ) এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান ;

১১। সেহেতু জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এর ২৩.২ (খ) এবং (চ) মোতাবেক আপনার পরিচালিত Summit Air International (H.L. No-558), Estern View (8th Floor), 50, Nayapaltan, DIT Extension Road, Dhaka-1000 এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল, জামানত হিসেবে প্রিমিয়ার ব্যাংক, আইবিবি শাখা, মহাখালী, ঢাকায় জমাকৃত এফডিআর নং-০০০৩৮০১/২৪৬০০০০৮৬৬-৭ তারিখ: ০৪-০৮-২০১০ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হলো এবং ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকা জরিমানা করা হলো। আগামী ১৫-০৩-২০১৯ তারিখের মধ্যে উল্লিখিত জরিমানার টাকা ১-৩৫০১-০০০১-১৯০১ নং কোডে জমা প্রদান করার জন্য বলা হলো।

নং **ধবিম/হঃ শাঃ/৪-২৯৪/২০১২-৩৭০**—যেহেতু আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত হজ লাইসেন্স Salwa Overseas Services Ltd. (H.L. NO-269), Navana Rahim Ardent, Suite-B1, Level-2, 39 Bijoy Nagor, Dhaka-1000 এর স্বত্বাধিকারী ;

০২। যেহেতু আপনার মালিকানাধীন Salwa Overseas Services Ltd., (হজ লাইসেন্স নং-২৬৯) বিগত ২০১৮ সালে অভিযোগ থাকায় বেসরকারি হজযাত্রী প্রেরণের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বৈধ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল না ;

০৩। যেহেতু আপনি অবৈধভাবে সামিট এয়ার ইন্টারন্যাশনাল (হজ লাইসেন্স নং-৫৫৮) ভাড়া নিয়ে ঐ এজেন্সির নিবন্ধিত হজযাত্রীদের ২০১৮ সালের হজে প্রেরণ করেছিলেন এবং আপনি ঐ এজেন্সির মোনাজ্জেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ;

০৪। যেহেতু মোনাজ্জেম হিসেবে আপনার মাধ্যমে হজ পালনকারী জনাব আঃ রহমান গং কর্তৃক কাউন্সেলর (হজ), মক্কা, সৌদি আরব বরাবর নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেন ;

> “আমরা কতিপয় হাজী, আমাদের কাছে বাসা নেওয়ার ওয়াদা করে ০১-০৮-২০১৮ ইং তারিখে এনে হেরেম শরীফ থেকে ৪/৫ কি.মি. দূরে রোসাইফা নিয়ে রাখে। তারপর ২৮-০৮-২০১৮ ইং তারিখে রাত ১১ টায় হিরা মসজিদ সংলগ্ন হোটেলে নেওয়ার কথা বলে পালিয়ে যায়। আমরা ৫ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলাসহ মোট ৮ জন হাজী আমাদের লাগেজসহ রাত ৩ টা পর্যন্ত ট্রাভেলসের লেবার না পেয়ে নিজেদের টাকা দিয়ে মালামাল পরিবহণ করি। তাছাড়া জনপ্রতি ৪০০ রিয়েল দিয়ে বাসা ভাড়া নেই। নিজের টাকা দিয়ে খাবার কিনে খাই। ১ দিন পর ট্রাভেলসের লোক আমাদের সাথে যোগাযোগ করে বলে যে বাসা ভাড়ার টাকা ফেরত দিবে কিন্তু এখন পর্যন্ত দেয় নাই। এর মধ্যে দুই এক দিন খাবার দিয়ে আবার ৬ তারিখ রাত থেকে খাবার দেয়া বন্ধ করে দেয়”

০৫। যেহেতু অন্য একজন হাজী জনাব আনোয়ার হোসেন গং নিম্নরূপ অভিযোগ করেন :

> “আমরা হজ প্যাকেজের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করি। আমাদের মক্কায় এক হাজার মিটারের মধ্যে স্থায়ী বাড়ী দেয়ার কথা। আমাদের ০১-০৮-২০১৮ তারিখে মক্কায়

এসে দূরের বাড়ী রোসাইফা আমীরে আহমাদ মসজিদের নিকট রাখে। এতে করে আমারা শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক সর্বলাইনে ক্ষতিগ্রস্ত হই। আমাদের তিন বেলা খাবার দেওয়ার কথা। তিন দিন যাবত আমরা কোনো খানা পাচ্ছি না, খানা বন্ধ। হজের তিন দিন পরে আমাদেরকে রেখে চলে যাওয়ায় (পলাতক) আমাদেরকে বাড়িওয়ালার টাকা পরিশোধ না করায় হোটেল থেকে বের করার হুমকি দিচ্ছে। অতএব জনাবের নিকট আকুল আবেদন এই যে, আমাদের খাওয়া থাকা নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হইল"।

০৬। যেহেতু উক্ত অভিযোগের বিষয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এর ২৩.২ এ বর্ণিত উপায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে অভিযোগকারী এবং এজেন্সীর আপনার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে উভয়পক্ষের শুনানী গ্রহণ করে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে ;

০৭। যেহেতু Salwa Overseas Services Ltd. (H.L. No-269), এর মালিক এবং সামিট এয়ার ইন্টারন্যাশনাল (হজ লাইসেন্স নং-৫৫৮) এর মোনাজ্জেম হিসেবে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে ;

০৮। যেহেতু এ মন্ত্রণালয়ের ১৭-১২-২০১৮ তারিখের স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০২.১৮-১৩৭৬ মূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সির বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ ৭ (সাত) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয় ;

০৯। যেহেতু আপনি ০১-০১-২০১৯ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেছেন এবং জবাবে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খন্ডন করার মত কোনো তথ্য/প্রমাণ দাখিল করতে পারেননি। আপনি পক্ষান্তরে অভিযোগ স্বীকার করেছেন। আপনি সামিট এয়ার ইন্টারন্যাশনাল (লাইসেন্স নং-৫৫৮) এবং ব্লু-স্কাই এয়ার ওয়েজ (লাইসেন্স নং-৭০৪) এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে অবৈধভাবে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে হজযাত্রীদের কাঙ্খিত সেবা প্রদান থেকে বিরত ছিলেন। আপনার অবহেলার কারণে হোটেল ভাড়া বাবদ ৩৭,০০০ (সাইত্রিশ হাজার) রিয়াল, খাবার বাবদ ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) রিয়াল অপরিশোধিত থাকায় হাজীগণ দুর্ভোগের স্বীকার হন। তদন্তের সময় নোটিশ করা হলেও আপনি তদন্ত কমিটির সামনে উপস্থিত হন নাই। সার্বিক পর্যালোচনায় আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তাই আপনার দাখিলকৃত জবাব গ্রহণযোগ্য নয়;

১০। যেহেতু উল্লিখিত কারণে জাতীয় হজ ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এর ২৩.১ (ক) এবং (খ) এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান ;

১১। সেহেতু জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এর ২৩.২ (খ) এবং (চ) মোতাবেক আপনার পরিচালিত Salwa Overseas Services Ltd. (H.L. No-269), Navana Rahim Ardent, Suite-B1, Level-2, 39 Bijoy Nagor, Dhaka-1000 এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল, জামানত হিসেবে যমুনা ব্যাংক, মতিঝিল শাখা, ঢাকায় জমাকৃত এফডিআর নং-০০৮৪০১৪/০৩৩০০১৫৯৯৯ তারিখঃ ৩০-০৯-২০১১ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হলো এবং ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা জরিমানা করা হলো। আগামী ১৫-০৩-২০১৯ তারিখের মধ্যে উল্লিখিত জরিমানার টাকা ১-৩৫০১-০০০১-১৯০১ নং কোডে জমা প্রদান করার জন্য বলা হলো।

নং **ধবিম/হঃ শাঃ/৬-৪৪/২০১০-৩৭১**—যেহেতু আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত হজ লাইসেন্স Blue Sky Airways (H.L.No-704), 34/3, Jigatola(G.F) Dhanmindi, Dhaka-1209 এর ব্যবস্থাপনা অংশীদার ;

০২। যেহেতু ২০১৮ সালে আপনার এজন্সির কোটা পূরণ না হওয়ায় সামিট এয়ার ইন্টারন্যাশনাল (হজ লাইসেন্স ৫৫৮) এর মাধ্যমে আপনার এজেন্সির হজ যাত্রীদের ট্রান্সফার করে হজে নিয়ে গিয়েছেন ;

০৩। যেহেতু আপনার মাধ্যমে হজ পালনকারী জনাব আঃ রহমান গং কাউন্সেলর (হজ), মক্কা, সৌদি আরব বরাবর নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেন ;

"আমরা কতিপয় হাজী, আমাদের কাছে বাসা নেওয়ার ওয়াদা করে ০১-০৮-২০১৮ ইং তারিখে এনে হেরেম শরীফ থেকে ৪/৫ কি.মি. দূরে রোসাইফা নিয়ে রাখে। তারপর ২৮-০৮-২০১৮ ইং তারিখে রাত ১১ টায় হিরা মসজিদ সংলগ্ন হোটেলে নেওয়ার কথা বলে পালিয়ে যায়। আমরা ৫ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলাসহ মোট ৮ জন হাজী আমাদের লাগেজসহ রাত ৩ টা পর্যন্ত ট্রাভেলসের লেবার না পেয়ে নিজেদের টাকা দিয়ে জনপ্রতি ৪০০ রিয়েল দিয়ে বাসা নেই। নিজের টাকা দিয়ে খাবার কিনে খাই। ১ দিন পর ট্রাভেলসের লোক আমাদের সাথে যোগাযোগ করে বলে যে বাসা ভাড়ার টাকা ফেরত দিবে কিন্তু এখন পর্যন্ত দেয় নাই। এর মধ্যে দুই এক দিন খাবার দিয়ে আবার ৬ তারিখ রাত থেকে খাবার দেয়া বন্ধ করে দেয়"

০৪। যেহেতু অন্য একজন হাজী জনাব আনোয়ার হোসেন গং নিম্নরূপ অভিযোগ করেন;

"আমরা হজ প্যাকেজের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করি। আমাদের মক্কায় এক হাজার মিটারের মধ্যে স্থায়ী বাড়ী দেয়ার কথা। আমাদের ০১-০৮-২০১৮ তারিখে মক্কায় এসে দূরের বাড়ী রোসাইফা আমীরে আহমাদ মসজিদের নিকট রাখে। এতে করে আমরা শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক সর্বলাইনে ক্ষতিগ্রস্ত হই। আমাদের তিন বেলা খাবার দেওয়ার কথা। তিন দিন যাবত আমরা কোনো খানা পাচ্ছি না, খানা বন্ধ। হজের তিন দিন পরে আমাদেরকে রেখে চলে যাওয়ায় (পলাতক) আমাদেরকে বাড়িওয়ালার টাকা পরিশোধ না করায় হোটেল থেকে বের করার হুমকি দিচ্ছে। অতএব জনাবের নিকট আকুল আবেদন এই যে, আমাদের খাওয়া থাকা নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হইল"।

০৫। যেহেতু উক্ত অভিযোগের বিষয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এর ২৩.২ এ বর্ণিত উপায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে অভিযোগকারী এবং আপনার উপস্থিতিতে উভয়পক্ষের শুনানী গ্রহণ করে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে ;

০৬। যেহেতু সালওয়া ওভারসীজ সার্ভিসেস (লাইসেন্স নং-২৬৯) এবং সামিট এয়ার ইন্টারন্যাশনাল (হজ লাইসেন্স নং-৫৫৮) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্তের সময় উল্লিখিত দুটি এজেন্সির পক্ষে দায়িত্বপালনকারী হিসেবে আপনি উপস্থিত ছিলেন এবং আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে ;

০৭। যেহেতু এ মন্ত্রণালয়ের ১৭-১২-২০১৮ তারিখের স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০২.১৮-১৩৭৫ মূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সির বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ ৭ (সাত) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ প্রদান করা হয় ;

০৮। যেহেতু আপনি ০১-০১-২০১৯ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেছেন এবং জবাবে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খন্ডন করার মত কোনো তথ্য/প্রমাণ দাখিল করতে পারেননি। আপনি কারণ দর্শানোর জবাবে সামিট এয়ার ইন্টারন্যাশনাল (হজ লাইসেন্স নং-৫৫৮) এ হজযাত্রী ট্রান্সফার এর বিষয়টি উল্লেখ না করে কোনো হজযাত্রী প্রেরণ করেননি মর্মে জবাব দাখিল করেছেন যা সত্য নয়। আপনি সামিট এয়ার ইন্টারন্যাশনাল (হজ লাইসেন্স নং-৫৫৮) এর সকল হজযাত্রীর দায়িত্বপালনকারী হিসেবে সৌদি আরবে উপস্থিত ছিলেন আপনার অবহেলার কারণে হজযাত্রীদের হোটেল ভাড়া এবং খাওয়ার বিল বকেয়া থাকার কারণে হজযাত্রীরা দুর্ভোগের স্বীকার হন। আপনি ব্লু-স্কাই এয়ারওয়েজ (লাইসেন্স নং-৭০৪), সালওয়া ওভারসীজ সার্ভিসের (লাইসেন্স নং-২৬৯) এবং সামিট এয়ার ইন্টারন্যাশনাল (হজ লাইসেন্স নং-৫৫৮) এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে অবৈধভাবে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে হজযাত্রীদের কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান থেকে বিরত ছিলেন। সার্বিক পর্যালোচনায় আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তাই আপনার দাখিলকৃত জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

০৯। যেহেতু উল্লিখিত কারণে জাতীয় হজ ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এর ২৩.১ (ক) এবং (খ) এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান ;

১০। সেহেতু জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এর ২৩.২ (খ) এবং (চ) মোতাবেক আপনার পরিচালিত Blue Sky Airways (H.L.No-704), 34/3, Jigatola(G.F) Dhanmondi, Dhaka-1209 এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল জামানত হিসেবে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিঃ, পান্থপথ শাখা, ঢাকায় জমাকৃত এফডিআর নং-০২৭১৩০৮/০৮৪১৩৩০০০০১৮৯ তারিখ: ২৭-১১-২০১২ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হলো এবং ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা জরিমানা করা হলো। আগামী ১৫-০৩-২০১৯ তারিখের মধ্যে উল্লিখিত জরিমানার টাকা ১-৩৫০১-০০০১-১৯০১ নং কোডে জমা প্রদান করার জন্য বলা হলো।

নং **১৬.০০.০০০০.০০৩.৩৩.১৬৪.১৭-৩৭২**—যেহেতু আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত হজ লাইসেন্স Rahmania Air Travels (H.L. No-1517), Lovly Tower (2nd Floor) R.N. Road Chowrasta, Jessore এর চেয়ারম্যান হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ;

০২। যেহেতু আপনি যথাযথভাবে হজ লাইসেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ মোতাবেক লিখিত অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন ;

০৩। যেহেতু আপনার এজেন্সির মাধ্যমে হজ পালনকারী জনাব আমির হোসেন জুয়েল, কাউন্সেলর (হজ), মক্কা, সৌদি আরব বরাবর নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেন ;

> "কাবা শরীফের আধা কিলোমিটারের মধ্যে রাখার কথা থাকলেও ২ কি.মি. দূরে রিয়েল বক্স পাহাড়ের উপর একটি বাড়িতে হাজীদের রাখা হয়। মাত্র ৮ দিন গাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাবায় ১ দিনও ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারেনি। মিনায় ১৩৫ নং মোয়াল্লেম এর পাহাড়ী তাবুতে রেখেছে। ৯ই জিলহজ্জ ৩.০০ পর্যন্ত কোনো গাড়ী দেয়া হয়নি। ব্যক্তি উদ্যোগে পায়ে হেটে আরাফাহ্, মুজদালিফা, মিনা ও মক্কা পর্যন্ত প্রায় ৩২ কি.মি. পাড়ি দিয়েছেন। বৃদ্ধ মাকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে তিনি নিজে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন। মদিনায় নেয়া হয়েছে অনেক বিলম্বে। সেখানে ৪০ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে পারিনি"।

০৪। যেহেতু উক্ত অভিযোগের বিষয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এর ২৩.২ এ বর্ণিত উপায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে অভিযোগকারী এবং এজেন্সীর মালিক/প্রতিনিধির উপস্থিতিতে উভয়পক্ষের শুনানী গ্রহণ করে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে ;

০৫। যেহেতু Rahmania Air Travels (H.L. No-1517), এজেন্সির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে হজযাত্রীদের টাকা ফেরৎ দেওয়ায় অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়েছে ;

০৬। যেহেতু এ মন্ত্রণালয়ের ১৭-১২-২০১৮ তারিখের স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০২.১৮-১৩৭৪ মূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সির বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ ৭ (সাত) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয় এবং আপনি ২৬-১২-২০১৮ তারিখ লিখিত জবাব দাখিল করেছেন ;

০৭। যেহেতু আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের পর অভিযোগকারী অভিযোগ প্রত্যাহার করে একটি আবেদন দাখিল করেন এবং পরবর্তীতে আপনার বিরুদ্ধে তেমন কোনো অভিযোগ না থাকলেও হাজীগণের প্রতি অধিকতর যত্নশীল ছিলেন না ;

০৮। সেহেতু হজযাত্রীদের প্রতি যত্নশীল না হওয়ার কারণে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এর ২৩.২ (জ) মোতাবেক আপনার পরিচালিত Rahmania Air Travels (H.L. No-1517), Lovly Tower (2nd Floor), R.N. Road Chowrasta, Jessore এজেন্সিকে ভবিষ্যতের জন্য "সতর্ক করা হল এবং তিরস্কার করা হল"।

নং **ধবিম/হঃ শাঃ/৪-১৫৪/২০১৩-৩৭৩**—যেহেতু আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত হজ লাইসেন্স Patuakhali Travel Air Service (H.L. NO-1099), 28/C/4, (2nd Floor), Toyenbee Circular Road, Motijheel C/A, Dhaka-1000 এর অংশীদার হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন;

২। যেহেতু আপনি যথাযথভাবে হজ লাইসেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ মোতাবেক লিখিতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন;

৩। যেহেতু আপনার মাধ্যমে হজে গমনকারী আমিনা বেগম কর্তৃক কাউন্সেলর (হজ), মক্কা, সৌদি আরব বরাবর নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেন ;

"তাঁর স্বামী জনাব মোঃ ইনসান আলী প্রমাণিক ১৫-০৮-২০১৮ তারিখে প্যারালাইসিস জনিত রোগে আক্রান্ত হলে কিং আব্দুল আজিজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। কিন্তু কোন উন্নতি হয়নি। তাকে জরুরি ভিত্তিতে দেশে ফেরত প্রেরণ করা প্রয়োজন। কিন্তু এজেন্সীর পক্ষ থেকে এয়ার এ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে দেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে কোনরূপ সাহায্য সহযোগীতা করেনি"।

৪। যেহেতু উক্ত অভিযোগের বিষয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.২ এ বর্ণিত উপায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে অভিযোগকারী এবং এজেন্সীর মালিক/প্রতিনিধির উপস্থিতিতে উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণ করে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে;

৫। যেহেতু আপনার এজেন্সী Patuakhali Travel Air Service (H.L. NO-1099) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

৬। যেহেতু এ মন্ত্রণালয়ের ১৭-১২-২০১৮ তারিখের স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০২.১৮-১৩৭৩ মূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সির বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ ৭ (সাত) দিনের মধ্যে জানানোর জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

৭। যেহেতু আপনি ২৩-১২-২০১৮ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেছেন এবং জবাবে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খন্ডন করার মত কোনো তথ্য/প্রমাণ দাখিল করতে পারেননি, অসুস্থ হাজীকে চিকিৎসার বিষয়ে কোনো খোজ-খবর না রাখা এবং অভিযোগ তদন্তের জন্য হজ মিশনে বরাবর তলব করা সত্বেও হাজির না হওয়ায় হজযাত্রীগণ অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করেছেন বিধায় আপনার জবাব গ্রহণযোগ্য নয়;

৮। যেহেতু উল্লিখিত কারণে জাতীয় হজ ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.১ (ক) এবং (ঙ) এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান;

৯। সেহেতু জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.২ (গ) এবং (চ) মোতাবেক আপনার পরিচালিত Patuakhali Travel Air Service (H.L. NO-1099), 28/C/4, (2nd Floor), Toyenbee Circular Road, Motijheel C/A, Dhaka-1000 এজেন্সির হজ লাইসেন্স "২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত করা হল এবং ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা জরিমানা" করা হলো। আগামী ১৫-০৩-২০১৯ তারিখের মধ্যে উল্লিখিত জরিমানার টাকা ১-৩৫০১-০০০১-১৯০১ নং কোডে জমা প্রদান করার জন্য বলা হলো।

তারিখ : ১৯ চৈত্র ১৪২৫/০২ এপ্রিল, ২০১৯

নং **ধবিম/হঃ শাঃ/৪-৫৩৮/২০১৩-৫১৮**—যেহেতু আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত হজ লাইসেন্স Shafik's Overseas (H.L. NO-1415), Morol Mansion, 5th Floor, ka-56/3, Progati Saroni, Kuril Bishow Road, Dhaka এর স্বত্তাধিকারী হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন;

২। যেহেতু আপনি যথাযথভাবে হজ লাইসেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ মোতাবেক লিখিতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন;

৩। যেহেতু আপনার এজেন্সির মাধ্যমে হজে গমনেচ্ছুক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেন ;

"টাকা জমা নিয়ে হজে না পাঠানো"।

৪। যেহেতু উক্ত অভিযোগের বিষয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.২ এ বর্ণিত উপায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে অভিযোগকারী এবং আপনার উপস্থিতিতে উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণ করে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে;

৫। যেহেতু আপনার এজেন্সী Shafik's Overseas (H.L. NO-1415), এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

৬। যেহেতু এ মন্ত্রণালয়ের ১০-০২-২০১৯ তারিখের স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০২.১৮-২১৮ মূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সির বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে জানানোর জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

৭। যেহেতু আপনি ১৭-০২-২০১৯ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেছেন এবং জবাবে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খন্ডন করার মত কোনো তথ্য/প্রমাণ দাখিল করতে পারেননি, আপনি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদের কাছ থেকে ২০১৭ খ্রি. সনে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নিয়েছেন। কিন্তু হজে পাঠাননি। প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রক্ষা করেননি বিধায় আপনার জবাব গ্রহণযোগ্য নয়;

৮। যেহেতু উল্লিখিত কারণে জাতীয় হজ ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.১ (ক) এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান;

৯। সেহেতু তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.২ এর (গ) অনুযায়ী আপনার পরিচালিত Shafik's Overseas (H.L. NO-1415), এজেন্সির হজ লাইসেন্স ১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করা হল।

নং **ধবিম/হঃ শাঃ/৪-৩৭৩/২০১৩-৫১৯**—যেহেতু আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত হজ লাইসেন্স Soudi Bangla Air Service Ltd. (H.L. NO-1219), Rahmania International Complex, 28/1/c,Yoyenbee Circular Road (3rd Floor), Suit-11, Motijheel, Dhaka-1000 এর স্বত্তাধিকারী হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন;

২। যেহেতু আপনি যথাযথভাবে হজ লাইসেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ মোতাবেক লিখিতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন;

৩। যেহেতু আপনার এজেন্সির মাধ্যমে হজে গমনকারী জনাব মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম, পিতা: মোঃ আইয়ুব আলী এবং এম এস মেজবাহ উদ্দিন আহম্মদ কর্তৃক সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেন :

"বাড়ী ভাড়া না করে মক্কায় অস্থায়ীভাবে রাখা। ৪-৫ দিন পর বাড়ী থেকে বের করে দেয়া, নিম্নমানের খাবার পরিবেশন করা ও মদিনায় জিয়ারতের ব্যবস্থা না করা"।

৪। যেহেতু উক্ত অভিযোগের বিষয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.২ এ বর্ণিত উপায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে অভিযোগকারী এবং আপনার উপস্থিতিতে উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণ করে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে;

৫। যেহেতু আপনার এজেন্সী Soudi Bangla Air Service Ltd. (H.L. NO-1219), এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

৬। যেহেতু এ মন্ত্রণালয়ের ০৭-০২-২০১৯ তারিখের স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০২.১৮-১৯৫ মূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সির বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ ৭ (সাত) দিনের মধ্যে জানানোর জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

৭। যেহেতু আপনি ২০-০২-২০১৯ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেছেন এবং জবাবে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খন্ডন করার মত কোনো তথ্য/প্রমাণ দাখিল করতে পারেননি, আপনি বাড়ীর চুক্তি না করেই হাজীগণকে মক্কা নিয়ে যান এবং তাদের অন্যের বাড়িতে উঠান। ৪/৫ দিন পর ঐ বাড়ি থেকে হাজীগণকে বের করে দেয়া হয় । মদিনাতেও থাকার সু-ব্যস্থা ছিলনা। খাবারের মান ছিল নিম্নমানের। সার্বিক পর্যালোচনায় অভিযোগটি প্রমানিত।

৮। যেহেতু উল্লিখিত কারণে জাতীয় হজ ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.১ (জ) ও (ট) এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান;

৯। সেহেতু তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.২ এর (গ) এবং (চ) অনুযায়ী আপনার পরিচালিত Soudi Bangla Air Service Ltd. (H.L.-1219) এজেন্সির হজ লাইসেন্স "৩ (তিন) বছরের জন্য স্থগিত এবং ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা জরিমানা করা হল। আগামী ১৫-০৪-২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে উল্লিখিত জরিমানার টাকা ১-৩৫০১-০০০১-১৯০১ নং কোডে জমা প্রদান করার জন্য বলা হলো।

নং **ধবিম/হঃ শাঃ/১-১৮২/২০১৩-৫২১**—যেহেতু আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত হজ লাইসেন্স Kibria Air International Ltd. (H.L-891). 119/C, D.I.T Ext. Road, Hotel Salma Building (1st Floor), Fakirapool, Dhaka-1000 এর স্বত্বাধিকারী হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন;

২। যেহেতু আপনি যথাযথভাবে হজ লাইসেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ মোতাবেক লিখিতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন;

৩। যেহেতু আপনার এজেন্সির মাধ্যম হজে গমনকারী জনাব মোঃ আমির হোসেন জুয়েল গং মোবা: ০১৭১৪৪৪৩৯৪১ (বাংলাদেশ) ০৫৬১৯৭০৯১৭ (সৌদি আরব) কাউন্সেলর (হজ), মক্কা, সৌদি আরব বরাবর নিম্নরূপ অভিযোগ করেছেন :

"অভিযোগকারীগণ দুই শতাধিক হজযাত্রী ২০১৮ সালে হজে গিয়েছেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদেরকে কাবা শরীফের ৫০০ মি. দুরত্বে রাখার কথা থাকলেও ১.৫ থেকে ২ কি.মি. দুরে রাখা হয়েছে। ৩০ দিন মক্কায় অবস্থান করার পরও মাত্র ৮ দিন গাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে কাবায় ০১ দিনও ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে পারেননি। মিনায় পাহারের উপর রাখা হয়েছে। আরাফা যাওয়ার জন্য কোন গাড়ী দেয়া হয়নি। তাবুতে খাবারও দেয়া হয়নি। সে সময় এজেন্সির মালিক ও তার লোকজন ছিল না। আরাফা-মুজদালিফা-মিনা-জামারা ও মক্কা পর্যন্ত ৩২ কি. মি. পথ হেটে পাড়ি দিয়েছি।

৪। যেহেতু উক্ত অভিযোগের বিষয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.২ এ বর্ণিত উপায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে অভিযোগকারী এবং আপনার উপস্থিতিতে উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণ করে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে;

৫। যেহেতু আপনার এজেন্সী Kibria Air International Ltd. (H.L-891), এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে;

৬। যেহেতু এ মন্ত্রণালয়ের ১৭-১২-২০১৮ তারিখের স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০২.১৮-১৩৭৪ মূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সির বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ ৭ (সাত) দিনের মধ্যে জানানোর জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

৭। যেহেতু আপনি ২৬-১২-২০১৮ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, আপনার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রেরিত সকল হজযাত্রীদের সেবা প্রদানে কিছু অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ফলে বিষয়টি আপোষে সুরাহার জন্য তাদের কিছু দাবি-দাওয়া তৎক্ষণাৎ পূরণ করা হয়েছে;

৮। যেহেতু পরবর্তীতে সমস্যাগুলো সমাধান করায় অভিযোগকারীগণ সন্তোষ্ট হয়ে অভিযোগ প্রত্যাহার করেছেন। আপনি এ অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দু:খ প্রকাশ করেছেন এবং ক্ষমা চেয়ে ভবিষ্যতে এ ধরনের অভিযোগ যাতে না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকার অঙ্গীকার করেছেন;

৯। সেহেতু সার্বিক বিবেচনায় অভিযোগের আলোকে সমস্যা সমাধান করা হলেও হজযাত্রীদের প্রতি আরো সতর্ক হওয়া এবং যত্নশীল হওয়া উচিত ছিল। তা না করায় তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.২ এর (জ) অনুযায়ী আপনার পরিচালিত Kibria Air International Ltd. (H.L-891) এজেন্সিকে সতর্ক করা হলো এবং তিরস্কার করা হলো।

তারিখ : ২০ চৈত্র ১৪২৫/০৩ এপ্রিল ২০১৯

নং ধবিম/হঃ শাঃ/৪-২০৬/২০১৩-৫৩১—যেহেতু আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত হজ লাইসেন্স Ma-arej Trade international (H.L-1455). 147 D.I.T Extension Road (1st Floor), Fakirapool, Dhaka-1000 এর স্বত্বাধিকারী হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন;

২। যেহেতু আপনি যথাযথভাবে হজ লাইসেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ মোতাবেক লিখিতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন;

৩। যেহেতু আপনার এজেন্সির মাধ্যমে হজে গমনকারী জনাব মোঃ আয়নাল হক গং কাউন্সেলর (হজ), জেদ্দা, সৌদি আরব বরাবর নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেন :

> "মক্কা ও মদিনায় হারাম শরীফের কাছাকাছি রাখার কথা থাকলেও প্রায় ২ কি.মি. দুরে পাহাড়ের উপরে রাখা এবং মদিনাতে ৮ দিনের স্থলে ৬ দিন রাখা"

৪। যেহেতু উক্ত অভিযোগের বিষয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.২ এ বর্ণিত উপায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে অভিযোগকারী এবং আপনার উপস্থিতিতে উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণ করে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে;

৫। যেহেতু আপনার এজেন্সী Ma-arej Trade international (H.L-1455), এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

৬। যেহেতু এ মন্ত্রণালয়ের ১০-০২-২০১৯ তারিখের স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০২.১৮-২১৯ মূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সির বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে জানানোর জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

৭। যেহেতু আপনি ১৯-০২-২০১৯ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেছেন এবং জবাবে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খন্ডন করার মত কোনো তথ্য/প্রমাণ দাখিল করতে পারেনি। মক্কায় হেরেম শরীফ থেকে ২ কি.মি. দূরে রাখা এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মদিনায় ৮ দিনের স্থলে ৬ দিন রাখায় হাজীগণ কষ্ট পেয়েছেন। সার্বিক পর্যালোচনায় অভিযোগটি প্রমাণিত।

৮। যেহেতু উল্লিখিত কারণে জাতীয় হজ ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.১ (ক) এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান;

৯। সেহেতু তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.২ এর (চ) অনুযায়ী আপনার পরিচালিত Ma-arej Trade international (H.L-1455) এজেন্সিকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা জরিমানা করা হল। আগামী ১৫-০৪-২০১৯ খ্রিঃ এর মধ্যে উল্লিখিত জরিমানার টাকা ১-৩৫০১-০০০১-১৯০১ নং কোডে জমা প্রদান করার জন্য বলা হলো।

নং ধবিম/হঃ শাঃ/৬-৩১/২০০৩-৫৩৪—যেহেতু আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত হজ লাইসেন্স Shams Mirza Travels (H.L-203). 83/2 Agamasi Lane (3rd Floor), Bongshal, Dhaka-1000 এর স্বত্ত্বাধিকারী হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন;

২। যেহেতু আপনি যথাযথভাবে হজ লাইসেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ মোতাবেক লিখিতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন;

৩। যেহেতু আপনার এজেন্সির মাধ্যমে হজে গমনকারী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল বারী, পিতা-মাদার বক্স মোল্লা, কাউন্সেলর (হজ), জেদ্দা, সৌদি আরব বরাবর নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেন :

> "হাজীদেরকে মক্কায় ১২-১৪ কি.মি. দুরে সকিয়া নামক স্থানের বাড়িতে রাখা, পানির অভাবে ০২ দিন গোসল করতে না পারা এবং মুজদালিফা, আরাফাসহ বিভিন্ন জায়গায় কষ্ট দেয়া, উদ্ধতাপূর্ণ আচরণ করা"

৪। যেহেতু উক্ত অভিযোগের বিষয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.২ এ বর্ণিত উপায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে অভিযোগকারী এবং আপনার উপস্থিতিতে উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণ করে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে;

৫। যেহেতু আপনার এজেন্সী Shams Mirza Travels (H.L-203), এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

৬। যেহেতু এ মন্ত্রণালয়ের ২৪-০১-২০১৯ তারিখের স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০২.১৮-১৮৫ মূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সির বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে জানানোর জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

৭। যেহেতু আপনি ২৪-০২-২০১৯ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেছেন এবং জবাবে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খন্ডন করার মত কোনো তথ্য/প্রমাণ দাখিল করতে পারেননি। হাজীদেরকে মক্কায় ১২-১৪ কি.মি. দূরে সকিয়া নামক স্থানের বাড়িতে রাখা, পানির অভাবে ০২ দিন গোসল করতে না পারা এবং মুজদালিফা, আরাফাসহ বিভিন্ন জায়গায় কষ্ট দেয়া, উদ্ধতাপূর্ণ আচরণ করায় হাজীগণ শারীরিক ও মানষিকভাবে কষ্ট পেয়েছেন। সার্বিক পর্যালোচনায় অভিযোগটি প্রমাণিত।

৮। যেহেতু উল্লিখিত কারণে জাতীয় হজ ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.১ (ক) এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান;

৯। সেহেতু তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.২ এর (চ) অনুযায়ী আপনার পরিচালিত Shams Mirza Travels (H.L-203) এজেন্সিকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা জরিমানা করা হল। আগামী ১৫-০৪-২০১৯ খ্রিঃ এর মধ্যে উল্লিখিত জরিমানার টাকা ১-৩৫০১-০০০১-১৯০১ নং কোডে জমা প্রদান করার জন্য বলা হলো।

নং ধবিম/হঃ শাঃ/৬-৬০/২০১৩-৫৩৫—যেহেতু আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত হজ লাইসেন্স Conway Travels & Tours Ltd. (H.L-569). Rokeya Mansion (8th Floor), 36 Pura Paltan Line VIP Road, Dhaka-1000 এর স্বত্ত্বাধিকারী হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন;

২। যেহেতু আপনি যথাযথভাবে হজ লাইসেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ মোতাবেক লিখিতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন;

৩। যেহেতু আপনার এজেন্সির মাধ্যমে হজে গমনকারী প্রফেসর মোঃ আঃ মালেক খান, পিতা-মরহুম মেছের আলী খান, কাউন্সেলর (হজ), জেদ্দা, সৌদি আরব বরাবর নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেন :

> "হাজীদের সাথে প্রতারণা এবং চুক্তি মোতাবেক সেবা প্রদান না করা, হাজীদের দূরে রাখা"

৪। যেহেতু উক্ত অভিযোগের বিষয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.২ এ বর্ণিত উপায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে অভিযোগকারী এবং আপনার উপস্থিতিতে উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণ করে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে;

৫। যেহেতু আপনার এজেন্সী Conway Travels & Tours Ltd. (H.L-569), এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

৬। যেহেতু এ মন্ত্রণালয়ের ০৭-০২-২০১৯ তারিখের স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০২.১৮-১৮৯ মূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সির বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে জানানোর জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

৭। যেহেতু আপনি ২০-০২-২০১৯ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেছেন এবং জবাবে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খন্ডন করার মত কোনো তথ্য/প্রমাণ দাখিল করতে পারেনি। হাজীদের সাথে প্রতারণা, চুক্তি মোতাবেক সেবা প্রদান না করা এবং হাজীদের দূরে রাখায় হাজীগণ কষ্ট পেয়েছেন। সার্বিক পর্যালোচনায় অভিযোগটি প্রমাণিত।

৮। যেহেতু উল্লিখিত কারণে জাতীয় হজ ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.১ (খ) এবং (জ) এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান;

৯। সেহেতু তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.২ এর (চ) অনুযায়ী আপনার পরিচালিত Conway Travels & Tours Ltd. (H.L-569), এজেন্সিকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা জরিমানা করা হল। আগামী ১৫-০৪-২০১৯ খ্রিঃ এর মধ্যে উল্লিখিত জরিমানার টাকা ১-৩৫০১-০০০১-১৯০১ নং কোডে জমা প্রদান করার জন্য বলা হলো।

নং ধবিম/হঃ শাঃ/৪-২২৩/২০১৩-৫৩৭—যেহেতু আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত হজ লাইসেন্স Akash Travels & Tours (H.L-614). Hotel Al-Aksa (Ground Floor), 15-17, Fakirapool, Motijheel, Dhaka-1000 এর স্বত্বাধিকারী হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন;

২। যেহেতু আপনি যথাযথভাবে হজ লাইসেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ মোতাবেক লিখিতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন;

৩। যেহেতু আপনার এজেন্সির মাধ্যমে হজে গমনকারী মোঃ মাহবুবুর রাজ্জাক গং, কাউন্সেলর (হজ), জেদ্দা, সৌদি আরব বরাবর নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেন :

> "মক্কায় পাহাড়ের উপর বাড়ীতে রাখা, ছোট বাথরুম, রুমে অতিরিক্ত হাজী রাখা, নিয়মিত খাবার সরবরাহ না করা, প্রতিশ্রুতি মোতাবেক কোন সেবা না দেয়া"

৪। যেহেতু উক্ত অভিযোগের বিষয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.২ এ বর্ণিত উপায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে অভিযোগকারী এবং আপনার উপস্থিতিতে উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণ করে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে;

৫। যেহেতু আপনার এজেন্সী Akash Travels & Tours (H.L-614) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

৬। যেহেতু এ মন্ত্রণালয়ের ০৭-০২-২০১৯ তারিখের স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০২.১৮-১৯১ মূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সির বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে জানানোর জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

৭। যেহেতু আপনি ২০-০২-২০১৯ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেছেন এবং জবাবে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খন্ডন করার মত কোনো তথ্য/প্রমাণ দাখিল করতে পারেননি। মক্কায় পাহাড়ের উপর বাড়ীতে রাখা, ছোট বাথরুম, রুমে অতিরিক্ত হাজী রাখা, নিয়মিত খাবার সরবরাহ না করা, প্রতিশ্রুতি মোতাবেক কোন সেবা না দেয়ায় হাজীগণ কষ্ট পেয়েছেন। সার্বিক পর্যালোচনায় অভিযোগটি প্রমাণিত।

৮। যেহেতু উল্লিখিত কারণে জাতীয় হজ ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.১ (ক) এবং (খ) এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান;

৯। সেহেতু তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.২ এর (চ) অনুযায়ী আপনার পরিচালিত Akash Travels & Tours (H.L-614), এজেন্সিকে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা জরিমানা করা হল। আগামী ১৫-০৪-২০১৯ খ্রিঃ এর মধ্যে উল্লিখিত জরিমানার টাকা ১-৩৫০১-০০০১-১৯০১ নং কোডে জমা প্রদান করার জন্য বলা হলো।

তারিখ : ২১ চৈত্র ১৪২৫/০৪ এপ্রিল, ২০১৯

নং ধবিম/হঃ শাঃ/৪-৩০৮/২০১৩-৫৫৭—যেহেতু আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত হজ লাইসেন্স M/S. Ahsan Travels International (H.L-940). 147, D.I.T. Extension Road (3rd Floor), Fakirapool, Dhaka এর স্বত্বাধিকারী হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন;

২। যেহেতু আপনি যথাযথভাবে হজ লাইসেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ মোতাবেক লিখিতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন;

৩। যেহেতু আপনার এজেন্সির মাধ্যমে হজে গমনকারী জনাব মোঃ জাকের হোসেন; পিতাঃ মোঃ আঃ ছাত্তার, কাউন্সেলর (হজ), জেদ্দা, সৌদি আরব বরাবর নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেন :

> "হাজীদের ভাড়াকৃত হোটেলে না উঠিয়ে রাস্তায় নামিয়ে দেয়া, মদিনায় ভাড়াকৃত সিলভা হোটেলে না নামিয়ে মালামালসহ বাঙালি পাড়া হোটেল দার আল তৈয়বাতে নামিয়ে দেয়া, মিনায় তাবুতে ১৬০ জন হজযাত্রীর ব্যবস্থা থাকলেও ২২০ জন রাখা, আরাফায় গমন করার জন্য কোন গাড়ীর ব্যবস্থা না করা এবং লাইসেন্স ভাড়া দেয়া"

৪। যেহেতু উক্ত অভিযোগের বিষয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.২ এ বর্ণিত উপায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে অভিযোগকারী এবং আপনার উপস্থিতিতে উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণ করে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে;

৫। যেহেতু আপনার এজেন্সী M/S. Ahsan Travels International (H.L-940) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

৬। যেহেতু এ মন্ত্রণালয়ের ১০-০২-২০১৯ তারিখের স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০২.১৮-২১৪ মূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সির বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে জানানোর জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

৭। যেহেতু আপনি ১৮-০২-২০১৯ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেছেন এবং জবাবে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খন্ডন করার মত কোনো তথ্য/প্রমাণ দাখিল করতে পারেননি। "হাজীদের হোটেলে না উঠিয়ে রাস্তায় নামিয়ে দেয়া, মদিনায় মালামালসহ বাঙালি পাড়া হোটেল দার আল তৈয়বাতে নামিয়ে দেয়া, মিনায় তাবুতে ১৬০ জন হজযাত্রীর ব্যবস্থা থাকলেও ২২০ জন রাখা, আরাফায় গমন করার জন্য কোন গাড়ীর ব্যবস্থা না করার ফলে হাজীগণ অবর্ণনীয় কষ্ট পেয়েছেন। সার্বিক পর্যালোচনায় অভিযোগটি প্রমাণিত।

৮। যেহেতু উল্লিখিত কারণে জাতীয় হজ ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.১ (জ) এবং (ট) এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান;

৯। সেহেতু তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.২ এর (গ) এবং (চ) অনুযায়ী আপনার পরিচালিত M/S. Ahsan Travels International (H.L-940), এজেন্সির হজ লাইসেন্স ০৩ (তিন) বছরের জন্য স্থগিত এবং ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা জরিমানা করা হল। আগামী ১৫-০৪-২০১৯ খ্রি. এর মধ্যে উল্লিখিত জরিমানার টাকা ১-৩৫০১-০০০১-১৯০১ নং কোডে জমা প্রদান করার জন্য বলা হলো।

মোঃ শিব্বির আহমদ উছমানী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ২৩ মে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং বিচার-৭/২এন-২৫/৯৩-২১৪—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব ফয়সাল আহাম্মেদ, পিতা-সিরাজুল ইসলাম, মাতা-সুফিয়া বেগম, গ্রাম-বড়িবাড়ী, ডাকঘর-চন্দনপুর, উপজেলা-বেলাব, জেলা-নরসিংদী।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার বাজনাব ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে বা উপযুক্ত কারণ সাপেক্ষে বাতিল/স্থগিত করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা/স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বুলবুল আহ্‌মেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।